Contents

দশম বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

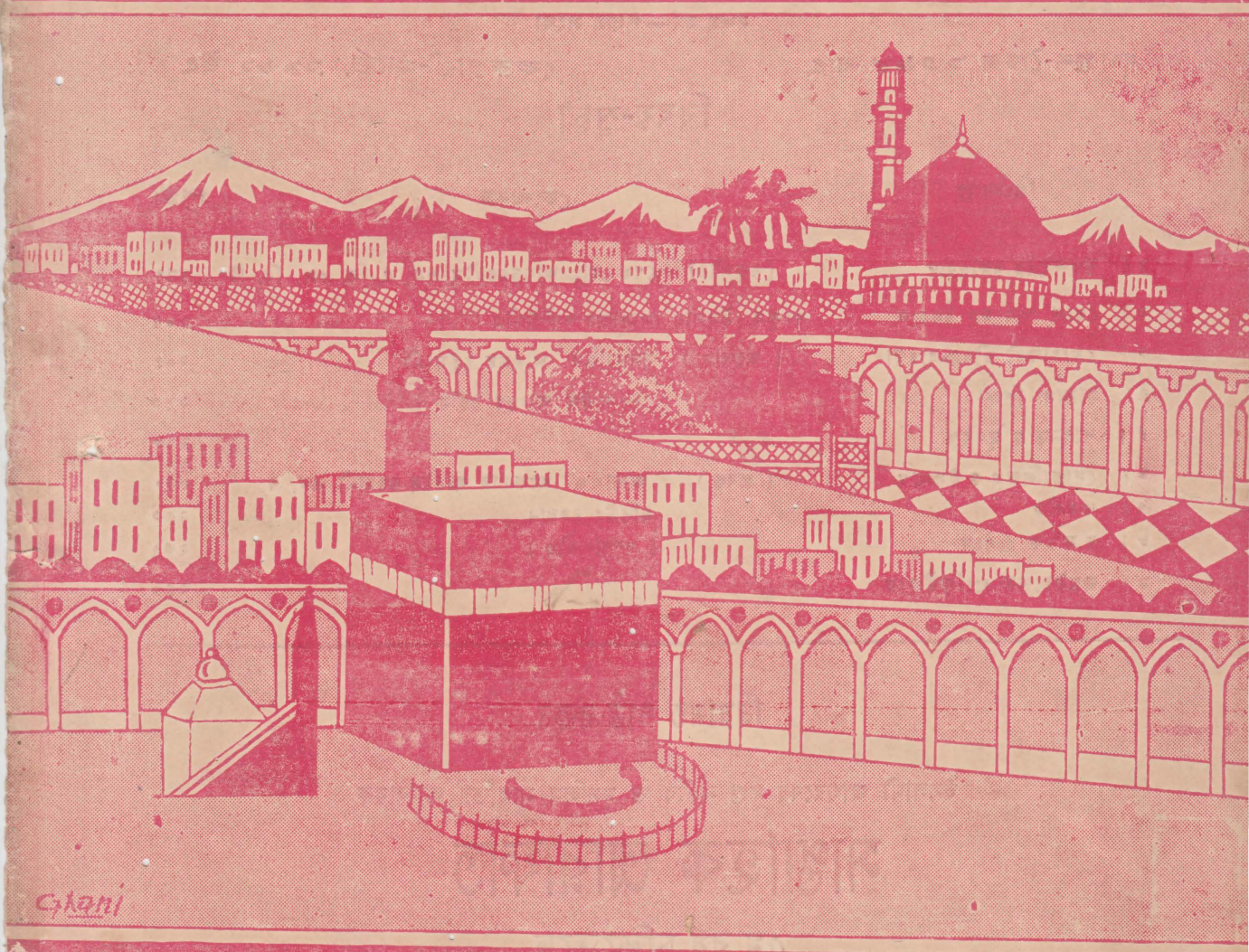

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬· ৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দশম বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৬৮ বাং   ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ, ১৯৬২ ইং

বিষয়-সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুররহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	১৯৭
২। খোশ্ আমদেদ রমজান		সয়ফুল ইস্লাম মোহাম্মদ শফীউদ্দীন	২০৪
৩। মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুন্তাছির আহমদ রহমানী	২০৫
৪। মাদ্রাসা শিক্ষা		—শাইখ আব্দুর রহীম	২১৩
৫। শাসনতন্ত্রে মূলকথা			২১৮
৬। সোশ্যালিজম ও ইসলাম	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	২৩০
৭। তকলীদ		মতিউর রহমান	২৩৩
৮। সাময়িক প্রসংগ		(সম্পাদকীয়)	২৩৭
৯। জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার			২৪১

নিয়ামত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৫ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি, টি

বার্ষিক মূল্য ঃ ৬'৫০ যাণ্মাষিক ঃ ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, রমযান-শওওয়াল ১৩৮১ হিঃ, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৬৮ বংগাব্দ	পঞ্চম সংখ্যা

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

অষ্টম রুকূ' : আয়াত ৬২—৭১

٦٢) ان الذين امنوا والذين هادوا
والنصرى والصابئين من امن بالله واليوم
الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون .

৬২। ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা ঈমান রাখিয়াছিল তাহারা ও যাহারা য়াহূদী হইয়াছিল তাহারা ও খৃষ্টানগণ ও সাবীগণ—যে কেহ আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি [প্রকৃত] ঈমান রাখে ও নেক কাজ করে তাহাদের জন্য তাহাদের রব্বের নিকটে তাহাদের প্রাপ্য প্রতিদান রহিয়াছে—তাহাদের কোনও [শাস্তির] ভয় নাই, এবং তাহারা চিন্তাযুক্তও হইবে না।৬১

৬১। 'যে কেহ আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে' এই শর্তটি য়াহুদী, খৃষ্টান ও সাবী

www.ahlehadeethbd.org

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ (٦٣)

৬৩। আর [হে ইসরাঈলীয় জাতি, স্মরণ কর] যে সময়ে আমি তোমাদেরে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উপরে পাহাড়টি এই বলিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, "আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা যথাশক্তি ধরিয়া থাক, এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা চর্চা করিতে থাক ; হয় তো তোমরা রক্ষা পাইবে।"[৬২]

সম্পর্কে বেশ খাপ খায় এবং ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়ায়—'কোন ব্যক্তি য়াহুদীই হউক আর খৃষ্টানই হউক আর সাবীই হউক সে যদি হযরত মুহাম্মদ সঃ-র নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তবে আখিরাতে সে নাজাত পাবে।' কিন্তু মুমিনদের ব্যাপারে শর্তটি খাপ খায় না। কারণ অর্থ এইরূপ হয়, 'মুমিনদের যে কেহ আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে……'। অর্থাৎ আয়াতের প্রথমে উল্লিখিত ঈমানের এবং মধ্যভাগে উল্লিখিত ঈমানের একই তাৎপর্য গ্রহণ করিলে তাহা অর্থহীন হয়। এই কারণে দুই স্থলের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য গ্রহণ করা অনিবার্য এবং উহা করিতে গিয়া আয়াতটির তফসীর একাধিক ভাবে করা হইয়াছে।

১ম তফসীর ঃ—আয়াতের শুরুতে 'যাহারা ঈমান রাখিয়াছিল' বলিয়া 'হযরত মুহম্মদ সঃ-র পয়গাম্বরী লাভ কালে যে সকল লোক খাঁটি ঈসায়ী ধর্মমতে ঈমানদার ছিলেন তাহাদিগকে' বুঝান হইয়াছে ; এবং 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে' বলিয়া 'হযরত মুহাম্মদ সঃ-কে পয়গম্বর স্বীকারকারী ঈমানদার ব্যক্তি' বুঝান হইয়াছে। তখন ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে, 'হযরতের পয়গম্বরীর যমানায় পূর্ব-ধর্ম অনুযায়ী খাঁটি ঈমানদারদের এবং য়াহুদী, নাসারা, সাবী প্রভৃতি ভ্রান্ত লোকদের একই দশা। সেই সময়কার খাঁটি ঈমানদারই হউক আর ভ্রান্ত লোকই হউক—তাহাদের মধ্যে হইতে যে কেহ হযরত মুহাম্মদ সঃ-কে পয়গম্বর বিশ্বাস করতঃ আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যথার্থ ঈমান রাখিয়া নেক কাজ করিতে থাকিবে পরকালে কোন শাস্তির ভয়ও তাহার থাকিবে না এবং প্রতিদান বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না বলিয়া সে চিন্তাকুলও হইবেনা।'

দ্বিতীয় তফসীর ঃ—আয়াতের শুরুতে 'ঈমান' বলিয়া 'মৌখিক ঈমান' এবং 'যাহারা ঈমান রাখিয়া-' ছিল বলিয়া 'মুনাফিকদেরে' বুঝান হইয়াছে। আর মধ্যভাগে 'ঈমান' বলিয়া 'যথার্থ ঈমান' বুঝান হইয়াছে। তখন ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে, 'মুনাফিক, য়াহুদী, নাসারা ও সাবী—যে কেহ আল্লাহ ও শেষ দিবস সম্পর্কে যথার্থ ঈমান রাখিবে আখিরাতে…।'

তৃতীয় তফসীর। প্রথমে উল্লিখিত 'ঈমান' বলিয়া 'হযরত মুহাম্মদ সঃ-র প্রতি খাঁটি ঈমান' এবং যাহারা ঈমান রাখিয়াছিল' বলিয়া 'হযরত মুহাম্মদ সঃ-র খাঁটি সাহাবীদেরে বুঝান হইয়াছে। আয়াতে খাঁটি সাহাবীদের উল্লেখ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাঁহাদের উল্লেখ বর্ণনার ব্যাপকতা রক্ষার্থ প্রাসঙ্গিক মাত্র। আর য়াহুদী, নাসারা ও সাবীদের উল্লেখই মুখ্য উদ্দেশ্য। তখন ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে। 'হযরতের খাঁটি সাহাবী এই মুমিনদের কথাই বল, আর য়াহুদী, খৃষ্টান; সাবীদের কথাই বল,—যে কেহ আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যথার্থ ও সঠিকভাবে বিশ্বাস করার মত বিশ্বাস রাখিয়া সৎকার্য সম্পাদন করিতে থাকিবে, পরকালে……।' এই প্রকার ব্যাখ্যার একটি নযীর আল্লাহ তা'আলার কালাম, انا او اياكم لعلى هدى او فى ضلل مبين ইহা নিশ্চিত যে, আমরা অথবা তোমরা বাস্তবিকই খাঁটি পথে অথবা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে আছি বা আছ।—সূরা আস্ সাবা, ২৪ আয়াত।

৬২। হযরত মূসা আঃ তাঁহার উম্মতকে বলেন "এই তাওরাৎ গ্রন্থ আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থ এবং ইহার বিধানগুলি আল্লাহ তা'আলার বিধান। অতএব তোমরা এই বিধানগুলি মানিয়া চল।" তাহাতে তাঁহার উম্মত বলিয়াছিল, "আল্লাহ তা'আলাকে

www.ahlehadeethbd.org

٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ
مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ‎.

৬৪। অনন্তর তোমরা তাহার পরেও মুখ ফিরাইয়া চলিয়াছিলে। ফলে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অপ্রত্যাশিত দান ও দয়া[৬] যদি না হইত তবে তোমরা বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইতে।

আমরা যদি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাই এবং তিনি যদি আমাদেরে বলেন যে, আপনি তাঁহার বিধান বাহক পয়গম্বর তবেই আমরা আপনার কথা মানিব, নচেৎ মানিব না।" উহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই সূরার ৫৫।৫৬ আয়াতে ও ৪৬ নং টিকায় বর্ণিত হইয়াছে। কিছুকাল তাওরাৎ মানিবার পরে তাহারা আবার তাওরাতের বিধান মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল। তখন আল্লাহ-তা'আলার হুকমে মালাক হযরত জিব্রাঈল আঃ তাহাদের মাথার উপরে একটি পাহাড় তুলিয়া ধরেন, এবং বলেন, "তাওরাতের বিধান পালন করিবার অঙ্গীকার কর, নচেৎ এই পাহাড়টি তোমাদের উপর ছাড়িয়া দিয়া তোমাদের ধ্বংস করিয়া ফেলিব।"

অনন্তর তাহারা সিজদায় পড়িল। তাহারা কপালের একধারে কাত হইয়া সিজদা করিল এবং পাহাড়টি সরিয়া গেল কিনা তাহা লক্ষ্য করিতে থাকিল। অবশেষে তাহারা তাওরাতের বিধান পালনের অঙ্গীকার করিলে পাহাড়টিকে সরান হইয়াছিল। এই আয়াতে ঐ অঙ্গীকারের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই সূরার ৯৩ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। উভয় আয়াতের প্রথমে بِقُوَّةٍ যথাশক্তি ধরিয়া থাক' পর্যন্ত একই রহিয়াছে কিন্তু তারপরে ৯৩ আয়াতটিতে বলা হইয়াছে 'এবং শুন। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা শুনিলাম কিন্তু অমান্য করিলাম।' ৬৩ আয়াতের তফসীর ও ৯৩ আয়াতটির প্রকাশ্য অর্থ পরস্পর বিরোধী। সেই কারণে তফসীরকারগণ ৯৩ আয়াতটির ব্যাখ্যা এই ভাবে করিয়া থাকেন, স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতি উভয়ই দুইভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে—উক্তি দ্বারা ও পালন দ্বারা। ইসরাঈলীয়দের উপরে যখন পাহাড় তুলিয়া ধরা হইয়াছিল তখন তাহারা যে স্বীকৃতিসূচক উক্তি ও অঙ্গিকার করিয়াছিল তাহা ৬৩ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। আর পালনের মধ্য দিয়া তাহাদের যে অস্বীকৃতি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা ৯৩ আয়াতটিতে তাহাদের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৬৩। আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে কোন কিছু পাইবার কোনই অধিকার বান্দার নাই। আল্লাহ তালার নিকট বান্দা কোন কিছু দাবী করিতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যাহা কিছু দেন সবই তাঁহার অনুগ্রহ। তিনি বান্দাকে কোন কিছু দিতে বাধ্য নন।

তারপর বান্দার জন্য যাহা প্রয়োজনীয় ও যরুরী তাহাও আল্লাহ-তা'আলা বান্দাকে দিয়া থাকেন এবং বান্দাকে তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্তও দিয়া থাকেন। বান্দার যাহা প্রয়োজনীয় তাহা দেওয়ার নাম আল্লাহ তা'আলার 'রহমত' এবং বান্দার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার নাম আল্লাহ তা'আলার 'ফয্ল'।

আয়াতে বর্ণিত 'ফয্ল' ও 'রহ্মতের' তাৎপর্য দুইভাবে বর্ণনা করা হয়। (এক) হযরত মূসা আঃ-র যুগে ইসরাঈলীয়গণ যখন তাওরাতের বিধান অমান্য করিয়াছিল তখন আল্লাহ-তা'আলা তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি না দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে ফিরিয়া আসিবার জন্য যে **অবসর ও সময়** দিয়াছিলেন তাহা ছিল আল্লাহ-তা'আলার 'রহমত' এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে **তওবা করিবার যে তাওফীক** দিয়াছিলেন তাহা ছিল আল্লাহ-তা'আলার 'ফযল'।

(দ্বিতীয় তাৎপর্য) হযরত মূসা আঃ-র ইন্তিকালের পরে ইসরাঈলীয়গণ তাওরাত অমান্য করিতে

www.ahlehadeethbd.org

(٦٥) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ٥

৬৫। আর তোমাদের যে সকল লোক শনিবার (পালন) ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা হতভাগা বানরে পরিণত হও,[৬৪] তাহাদের খবর তোমরা নিশ্চয় জানিয়া থাকিবে।

থাকে, নবীদের শত্রুতা করিতে থাকে। তাহাদের ঐ সকল কার্যকলাপের জন্য তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন না করিয়া দুন্‌য়াতে তাহাদের বাকী রাখা তাহাদের প্রতি আল্লাহ-তা'আলার রহমত বলিয়া এবং তাহাদিগকে হযরত মহম্মদ সঃ-র প্রতি ঈমান আনিবার তাওফীক দেওয়া তাহাদের প্রতি আল্লাহ-তা'আলার ফযল বলিয়া গণ্য করা হয়।

৬৪। এই ঘটনাটি সূরা আল্-আ'রাফের ১৬৩—১৬৬ আয়াতগুলিতে ঈষৎ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতগুলির তরজমা এই ঃ

আর (হে নবী মহম্মদ (দঃ),) আপনি ইসরাঈলীয়দিগকে ঐ জনপদটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন যে জনপদটি সমুদ্রের তীরে ছিল—যে জনপদবাসিগণ শনিবার পালন ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করিত—তাহাদের শনিবার-পালন দিবসে মাছ দলে দলে ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত এবং শনিবার পালন না করার দিবসে মাছ তাহাদের নিকট আসিতনা,—ঐ ভাবে,—তাহারা অনাচার করিতে থাকিত বলিয়া আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে থাকি। তাহাদের একদল বলিতে লাগিল, "যে দলকে আল্লাহ ধ্বংস করিবেনই অথবা কঠোর শাস্তি দিবেনই তাহাদিগকে আপনারা উপদেশ দিতে যান কেন?" তাহারা বলিত, "তোমাদের রব্বের নিকটে দোষ-স্খালনের জন্য এবং এই জন্য যে, হয় তো তাহারা অন্যায় ত্যাগ করিবে।" অনন্তর তাহাদিগকে যাহা কিছু বুঝান হইয়াছিল সবই যখন তাহারা ভুলিয়া বসিল, তখন আমি ঐ লোকদিগকে নাজাত দিলাম যাহারা উহা করিতে নিষেধ করিত; আর, যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহারা দুষ্কর্ম করিতে থাকিত বলিয়া আমি তাহাদিগকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিয়াছিলাম। অনন্তর তাহাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহারা যখন বাড়াবাড়ি করিয়া বসিল তখন আমি তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, "তোমরা হতভাগা বানরে পরিণত হও।" [ফলে তাহারা বানর-রূপ ধারণ করিল]

তাফসীরকারগণ ঘটনাটি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই ঃ—

হযরত দাউদ আঃ-র যমানায় সিরিয়া দেশে লোহিত সাগরের উপকূলে আইলা নামে একটি জনপদ ছিল। উহার অধিবাসী সংখ্যা প্রায় সত্তর হাযার ছিল। তাহারা সকলেই ইসরাঈল বংশীয় ছিল। ইসরাঈলীয়গণ শনিবার দিবসটিকে সাপ্তাহিক বিশেষ 'ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করিয়া লইয়াছিল। ফলে আল্লাহ-তা'আলা তাহাদের জন্য শনিবার দিবসে সাংসারিক যাবতীয় কাজকর্ম নিষিদ্ধ করেন। ঐ জনপদের অধিবাসীগণ যথাবিধি শনিবার দিবস পালন করিতে থাকে। কিন্তু এক সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে একটি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। তাহাদের শনিবার পালন দিবসে অসংখ্য মাছ দলে দলে সমুদ্রের কিনারায় আসিয়া ভাসিতে লাগিত কিন্তু সপ্তাহের বাকী ছয়দিন মাছের কোন পাত্তাই পাওয়া যাইতনা। কিছুকাল ধরিয়া প্রত্যেক শনিবার-পালন দিবসে ঐভাবে মাছ আসিতে দেখিয়া উহা শিকার করিবার জন্য একদল লোকের লোভ হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "শনিবার পালন দিবসে সাংসারিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ এই যে, ঐ দিবসে আমরা মাছ শিকার করিতে পারিবনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বেশ, আমরা ঐ দিবসে মাছ ধরিবনা। আমরা যদি শনিবার-পালনের পূর্ব দিবসে মাছ আটক করিবার ব্যবস্থা করি। এবং শনিবার-পালনের পরের দিবসে আটক মাছগুলি সংগ্রহ করি তবে তাহাতে শনিবার-পালনে কোনই বিঘ্ন ঘটিতে পারেনা বলিয়া ঐরূপ করা শরী'আত বিরোধী কাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা।"

তখন ঐ মৎস্য-লোভীদের এক দল সমুদ্র-তীরে সমুদ্র হইতে কিছু দূরে বড় বড় পুষ্করিণী খনন করিল এবং অন্তর্বর্তী স্থানে খাল খনন করিয়া পুষ্করিণী গুলিকে সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিল। শনিবার-পালন দিবসে জোয়ারের সময় ঐ খালগুলি দিয়া পানি আসিয়া ঐ পুষ্করণীগুলিতে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বহু মাছ ঐ পুষ্করিণীগুলিতে পৌঁছিতে থাকিল। তারপর, ভাটার সময় ঐ মাছ আটক হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন ঐ লোকগণ খালের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া ছয় দিন ধরিয়া ঐ মাছ শিকার করিয়া খাইতে থাকিল। তাহাদের আর একদল কাঁটা, বড়শী, জাল ইত্যাদি শুক্রবার দিবসে পাতিয়া রাখিত এবং রবিবার দিবসে মাছ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

ঐ জনপদের অধিবাসীগণ প্রথম প্রথম দুইভাগে বিভক্ত হইল। একদল ঐ ভাবে মৎস্য-শিকারে লিপ্ত হইল এবং অপর দল মৎস্য-শিকারীদিগকে ঐভাবে মৎস্য-শিকার হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ দিতে থাকিল। কিছুকাল পরে উপদেশদাতার দলটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তাহাদের একদল উপদেশ দেওয়া বৃথা ও নিষ্ফল দেখিয়া উপদেশ দানে ক্ষান্ত হইল কিন্তু অপর দলটি পূর্বের মতই মৎস্য-শিকারী-দিগকে ঐভাবে মৎস্য-শিকার ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকিল। অবশেষে ঐ মৎস্য-শিকারী-গণ যখন কিছুতেই ক্ষান্ত হইলনা তখন মৎস্য-শিকার-বিরোধী দলটি মৎস্য-শিকারীদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিল। শহরটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ মৎস্য-শিকারীদের বাসের জন্য ও অপর ভাগ মৎস্য-শিকার-বিরোধীদের জন্য নির্ধারিত হইল এবং মধ্যে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মিত হইল। তারপর দুই ভাগের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ফটক তৈয়ার করা হইল। দল দুইটি যখন কার্য উপলক্ষে শহরের বাহিরে যাইত কেবলমাত্র তখনই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত হইত—তফসীর কবীর প্রথম খণ্ড, ৫৫৩—৫৪ পৃঃ।

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর হযরত দাউদ আঃ পয়গম্বর হন। তখন তিনি ঐ মৎস্য-শিকারীদিগকে ঐভাবে মৎস্য-শিকার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ঐভাবে মৎস্য-শিকার করিতেই থাকে। অবশেষে হযরত দাউদ আঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই বলিয়া দু'আ করেন, "হে আল্লাহ, আপনি এই লোকদিগকে আপনার রহমত হইতে বিদূরীত করুন এবং তাহাদিগকে একটি নিদর্শনে পরিণত করুন।" হযরত দাউদ আঃ-র এই দু'আর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা সূরা আল্-মাইদার ৭৮ আয়াতে বলেন, "ইসরাঈলীয়দের মধ্যে যাহারা কুফর করিয়াছিল তাহাদিগকে দাউদের যবানী লা'নত করা হইয়াছিল।"—তফসীর কবীর ৩য় খণ্ড, ৬৪৫ পৃঃ।

এইভাবে আরও কিছুকাল অতিবাহিত হইল। অনন্তর, একদিন প্রাতঃকালে মৎস্য শিকার-বিরোধী দল শহর হইতে বাহির হইয়া কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মৎস্য শিকারীদের কেহই অনেক বেলা পর্যন্ত বাহির হইলনা। মৎস্য শিকারীদের অবস্থা অবগত হইবার জন্য বিরোধী দলের লোকেরা ফটক বন্ধ পাইয়া প্রাচীরের উপরে উঠিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, সেখানে বহু বানর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু একজন মানুষও সেখানে নাই। তখন এক দল মৎস্য শিকার বিরোধী ঐ অংশের ফটক ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিলেন যে, মৎস্য শিকারীগণ সকলেই বানরের আকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের বাকশক্তি ও মনুষ্যোচিত কর্মক্ষমতা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের বোধশক্তি অব্যাহত রহি-

www.ahlehadeethbd.org

٦٦) فجعلنها نكالا لما بين يديها وما
خلفها وموعظة للمتقين .

٦٧) واذقال موسى لقومه ان الله
يامركم ان تذبحوا بقرة، قالوا اتتخذنا
هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجهلين .

٦٨) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى،
قال انه يقول انها بقرة لافارض ولابكر،
عوان بين ذلك، فافعلوا ماتؤمرون .

৬৬। অনন্তর আমি উহাকে[৬৫] তাহার সম্মুখবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তীর[৬৬] জন্য নিবৃত্তকারী শাস্তি এবং [পাপ হইতে] আত্মরক্ষাকারীদের[৬৭] জন্য উপদেশ করিয়া রাখিলাম।

৬৭। আর (হে ইসরাঈলীয়গণ, স্মরণ কর) যখন মূসা নিজ জাতিকে বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে একটি গাভী যবহ করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন।" তাহারা বলিয়াছিল, "আপনি কি আমাদিগকে উপহাস্য বিবেচনা করেন?" তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি নাদানদের দলভুক্ত হইতে আল্লার আশ্রয় লইতেছি।"[৬৮]।

৬৮। তাহারা বলিয়াছিল, "আপনি আমাদের হইয়া আপনার রব্বকে বলুন, উহা কিরূপ (গাভী) তাহা যেন তিনি আমাদের জন্য বর্ণনা করেন।" তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ বলিতেছেন যে, উহা এমন একটি গাভী যাহা দন্তশূন্যা বৃদ্ধাও নয়, অজাতবৎসাও (বকনা) নয়—উভয়ের মাঝামাঝি, মধ্যবয়সী। অতএব তোমাদিগকে যাহা আদেশ করা হইতেছে তাহা কর।"

য়াছে। ঐ মৎস্য শিকারীগণ বানর অবস্থায় মাত্র তিন দিন জীবিত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। —তঃ কবীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৫; তঃ খাযিন, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৮ ও ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮।

৬৫। উহাকে=ঐ ঘটনাটিকে।

৬৬। সম্মুখবর্তী=তৎকালীন ইসরাঈলীয় রাজ্য ও দল সমূহ। পশ্চাদ্বর্তী=পরবর্তী কালে আগমনকারী ইসরাঈলীয় রাজ্য ও দল সমূহ।

৬৭। নিবৃত্তকারী শাস্তি=অত্যন্ত কঠোর ও হৃদয়বিদারক শাস্তি—যে শাস্তি দর্শনে অপর লোকে অনুরূপ অন্যায় কার্য করিতে সাহসী না হয় তাহাকে نكال বলা হয়। আত্মরক্ষাকারীদের=হযরত মহম্মদ সাঃ-র পয়গম্বরী বিশ্বাসকারী মু'মিনদের।

৬৮। পরবর্তী '৭২।৭৩ আয়াতে গাভী যবহ করিবার উপলক্ষটি বর্ণনা করা হইয়াছে। ঘটনাটি এই:—'আমীল নামে একজন নিঃসন্তান ধনী ইসরাঈলীয় ছিল। তাহার এক অতি দরিদ্র চাচাত ভাই তাহার নিকটতম আত্মীয় ছিল বলিয়া তাহার মৃত্যুর পরে ঐ চাচাত ভাইয়েরই ওয়ারিস হওয়ার কথা, কিন্তু 'আমীলের স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করা চাচাত ভাইটির পক্ষে অসহ্য হইতে লাগিল। অবশেষে মীরাসের লোভে আমীলের চাচাত ভাইটি 'আমীলকে হত্যা করিয়া তাহার লাশ শহরের কোন এক প্রকাশ্য স্থানে ফেলিয়া রাখিল।

পরবর্তী দিবস হত্যাকারী স্বয়ং মূসা আঃ-র নিকটে গেল, এবং 'আমীলের হত্যাকারী বলিয়া কয়েক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ হত্যাপরাধ সরাসরি অস্বীকার করিল। অনন্তর হত্যা-রহস্য উদঘাটনের জন্য লোকে হযরত মূসা আঃ-কে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ফলে, হযরত মূসা আঃ আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে জানান হইল যে, একটি গাভী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৬৯) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء، فاقع لونها تسر النظرين .

৬৯। তাহারা বলিয়াছিল, "আপনি আমাদের হইয়া আপনার রব্বকে বলুন, উহার বর্ণ কি, তাহা যেন তিনি আমাদের জন্য বর্ণনা করেন।" তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ বলিয়াছেন যে, উহা পীত গাভী—উহার বর্ণ গাঢ় পীত—উহা দর্শকদিগকে আনন্দিত করে।"

(৭০) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ان البقر تشبه علينا، وانا ان شاء الله لمهتدون

৭০। তাহারা বলিয়াছিল, "আপনি আমাদের হইয়া আপনার রব্বকে বলুন, উহার আর অবস্থা কি, তাহা যেন তিনি আমাদের জন্য বর্ণনা করেন। নিশ্চয় গাভীটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট রহিয়া গেল। আর নিশ্চয় আমরা আল্লার ইচ্ছাক্রমে বাস্তবিকই পথপ্রাপ্ত হইব।"

(৭১) قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها، قالو الئن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون .

৭১। তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ বলিতেছেন যে, উহা বশীকৃতাগাভী নহে—উহা জমি চাষও করেনা আর ক্ষেতে পানিও দেয়না—উহা দোষমুক্ত, । উহাতে কোন দাগ কলঙ্ক নাই।" তাহারা বলিয়াছিল, "এখন যথার্থ কথা বলিলেন।" অনন্তর তাহারা উহা যবহ করিল—আর তাহারা উহা না করিবার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল।

যবহ করিয়া ঐ যবহ করা গাভীটির কোন অঙ্গ-বিশেষ দ্বারা নিহত ব্যক্তিটিকে আঘাত করিলে নিহত ব্যক্তিটি জীবিত হইয়া উঠিবে এবং হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিবে। এই প্রসঙ্গে হযরত মূসা আঃ ও ইসরাঈলীয়দের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা ৬৭ হইতে ৭১ পর্যন্ত এই পাঁচটি আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর হযরত মূসা আঃ যখন বলিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে একটি গাভী যবহ করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন তখন তাহারা গাভী যবহ করিবার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা ভাবিল, হত্যাকারীর সন্ধানের সঙ্গে গাভী যবহ করার কোন সংস্রব দেখা যায় না। হযরত মূসা আঃ হয় তো হত্যাকারীর সন্ধান লাভ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া এই প্রকার অবান্তর কথা বলিতেছেন। তাই তাহারা বলিল, "হযরত, আমরা কী বলি, আর আপনি কি বলেন! আপনি আমাদিগকে এই কথাটি তামাসা ছলে বলিতেছেন,—না সত্য সত্যই ও যথার্থভাবে বলিতেছেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলুন।" তাহাতে হযরত মূসা আঃ বলেন, "তওবা! আল্লার নাম লইয়া ঠাট্টা তামাসা করা নিতান্ত নাদানের কাজ—আর আমি তো পয়গম্বর। মনে রাখিও, আল্লাহ তা'আলার হাওলা দিয়া যাহা কিছু বলি তাহা খাঁটি ও যথার্থই হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

খোশ্ আমদেদ রমজান

—সয়ফুল ইস্‌লাম মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

(১)

খোশ্ আমদেদ্, খোশ্ আমদেদ্, এস এস রমজান,
ছালাম জানায়' সাদরে তোমায় নিখিল মুসলমান।
মানুষের পাপ করিতেছ সাফ হয়ে আবে রহমৎ
বছর বছর করিছ ছফর অসতে করিছ সৎ।
পূণ্য প্রেমের তুমি যে প্রতীক তুমি যে খোদার দান
ধুলির ধরায় আনিয়াছ তুমি "বেহেস্তি ফরমান"।

(২)

খোশ্ আমদেদ্ খোশ্ আমদেদ্ এস এস রমজান
সাদরে তোমায় ছালাম জানায় নিখিল মুসলমান।
আনিয়াছ তুমি শব্-ই-কদরের সুন্দর সওগাত
বিনিময়ে যার হাজার মাসের বিনিদ্র এবাদত
হয়না তুলনা তাহার সহিত এমনি মহান দান;
আনিয়াছ তুমি মুক্তির বাণী অনন্ত কল্যাণ।

(৩)

খোশ্ আমদেদ্ খোশ্ আমদেদ্ এস এস রমজান
ডাকিছে তোমারে উৎসাহ ভরে নিখিল মুসলমান।
তোমার পরশে জাগায় হরষ দুর্বল পায় বল
তুমি সকলেরে পবিত্র কর কর সবে নির্মল।
তব রেণু কণা অতি খাঁটি সোনা সতত দীপ্তিমান
পড়িলে পোড়েনা অনলে জ্বলেনা খোদার অশেষ দান।

(৪)

খোশ্ আমদেদ্ খোশ্ আমদেদ্ এস এস রমজান
সাদরে তোমায় করে আবাহন নিখিল মুসলমান।
গরীবের তরে তুমি আনিয়াছ মুক্তির সওগাত
বাদশা ফকিরে ভেদাভেদ তুলি করে দাও একসাত,
ব্যথিতের হৃদে শান্তি বারতা করিতেছ তুমি দান
তাইতে সকলে বেদনা ভুলিয়া গাহিছে তোমার গান।

(৫)

খোশ্ আমদেদ্ খোশ্ আমদেদ্ এস এস রমজান
তব ভরসায় চেয়ে আছে যত নিখিল মুসলমান।
তব আগমনে রুদ্ধ যে হয় সপ্ত দোজখ-দ্বার
বেহেস্তে চলে মহা ধুমধাম আনন্দ-আবদার;
বাঁধা পড়ে যায় শৃঙ্খল মাঝে আজাজিল শয়তান
শান্তি দূতীরা উৎসাহ ভরে গাহে শান্তির গান।

(৬)

খোশ্ আমদেদ্ খোশ্ আমদেদ্ এস এস রমজান
তৃষিত নয়নে তব পথ পানে চাহিছে মুসলমান।
তব আগমনে ভুলি দুশ্‌মনি ধরি সবে হাতে হাত
মহা খুশী মনে দিবস রজনী করে দান খয়রাত।
দিবসের শেষে এক মজ্‌লিসে সকল মুসলমান
এক সাথে বসে ইফ্‌তার করে যেন একখানি প্রাণ।

(৭)

খোশ্ আমদেদ্ খোশ্ আমদেদ্ এস এস রমজান
চাহিছে তোমারে উপবাস ব্রতী নিখিল মুসলমান।
যাহাদের লাগি আনিয়াছ তুমি অপুর্ব নেয়ামত
রাতের 'ছেহেরী' সাঁঝে 'ইফতারী' 'তারাবী'-
তাহাজ্জত'।
খাইবে খেলাবে, মিলিবে মিলাবে হয়ে সবে এক প্রাণ
একই জামাতে নামাজ পড়িবে নিখিল মুসলমান।

(৮)

খোশ্ আমদেদ্ খোশ্ আমদেদ্ এস এস রমজান
সারা জাহানের মানবের তরে তুমি যে খোদার দান।
পবিত্র ঈদের মহা মিলনের দিয়েছ তুমি দা'ওয়াত
খোলা ময়দানে মিলে এক প্রাণে হইতে এক জামাত।
তক্‌বির 'রবে উঠিবে বসিবে নিখিল মুসলান,
বন্দনা রত বান্দার গানে ভরিবে সারা জাহান।

(৯)

খোশ্ আমদেদ্ খোশ্ আমদেদ্ এস এস রমজান
বিশ্ব নিখিল চাহিছে তোমারে গাহিছে তোমার গান।
তোমার আকাশে তোমার বাতাসে শৃঙ্খলা সুন্দর,
তোমার নিয়ম অতি মনোরম, স্নিগ্ধ ও মন্থর;
পুণ্য প্রেমের প্রীতির বাঁধনে বেঁধেছ সকল প্রাণ
ভূলোকে দ্যুলোকে আলোকে পুলকে তাই তুমি
মহিয়ান।

* * *

খোশ্ আমদেদ্ খোশ্ আমদেদ্ এস এস রমজান
তছ্‌লিম করে আজিকে তোমায় বিশ্ব মুসলমান।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুন্তাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ অধ্যায় :

হজ্জের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজ্জের ফযিলত এবং যাহাদের প্রতি হজ্জ ফরয তাহাদের বর্ণনা

৫৭৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, এক ওম্‌রা অপর উমরা পর্যন্ত যাবতীয় ছগীরা গোনাহের কফ্‌ফারা হইয়া যায়। এবং হজ্জে মবরূরের[১] বদ্‌লা বেহেশ্‌ত ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারেনা।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلـه وسلم قال العمرة الى العمـرة كفارة لما بينهما والحج المبـرور ليس لـه اجر الا الجنة

৫৭৭) জননী আয়েশা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রসূল (দঃ), স্ত্রীলোকের প্রতিও জেহাদ আছে কি? রসূলুল্লাহ (দঃ)- বলিলেন, হ্যাঁ, এরূপ জেহাদের নির্দেশ রহিয়াছে যাহাতে লড়াই নাই অর্থাৎ হজ এবং উমরা করা।—আহমদ ও ইব্‌নে মাজা—শব্দগুলি ইবনে মাজা হইতে গৃহীত। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। মূল হাদীসটি ছহীহ গ্রন্থেও[২] বর্ণিত হইয়াছে।

قلت يارسول الله على النساء جهاد قال نعـم عليهن جهاد لا قتال فيـه الحج والعمرة

৫৭৮) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা জনৈক আ'রাবী (পল্লীবাসী) হযরতের (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রসূল (দঃ)! উম্‌রা করা কি ওয়াজিব? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (উম্‌রা করা) ওয়াজিব নহে কিন্তু উহা করা তোমার পক্ষে মঙ্গল জনক।—তিরমিযী : হাদীসটির মওকুফ হওয়াই অধিক যুক্তি-যুক্ত। ইব্‌নে আদী দুর্বল সনদে হযরত জাবেরের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ মরফু'ভাবে আরও একটি হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হজ্জ ও উম্‌রা দুইটি ফরয। (কিন্তু ইহা ছহীহ্‌ নহে একথা পুর্বেই বলা হইয়াছে)।

فقال لا وان تعتمر خير لك

৫৭৯) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে ছবীল কি? তিনি ইর্শাদ করিলেন রাহাখরচ এবং ছওয়ারী—বাহন।—দারকুত্‌নী, হাকীম ইহাকে ছহীহ্‌ বলিয়াছেন কিন্তু ইহা মুর্সল হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত। ইমাম তিরমিযী ইব্‌নে উমরের বাচনিক এইরূপ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সনদেও দুর্বলতা রহিয়াছে।

قال قيل يارسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة

৫৮০) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ)

---

১) যে হজ্জের অনুষ্ঠান পূর্ণভাবে আদায় করা হয় এবং শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক সমুদয় বিষয়কে যথাযথভাবে আদায় করা হয় তাহাকে হজ্জে মবরূর বা মকবুল হজ্জ বলা হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হজ্জের ফলে হজ্জকারীর অবস্থা পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ হজ্জ-পূর্ব অবস্থা হইতে তাহার হজ্জউত্তর কালের ধর্মীয় দিক উত্তম বলিয়া পরিলক্ষিত হয় সেই হজ্জকারীর হজ্জ মবরূর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

২) ছহীহ্‌ বুখারীতে জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল (দঃ) জেহাদই সর্বোৎকৃষ্ট আমল বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি, তাহাহইলে আমরা (স্ত্রীলোকগণ) জেহাদে অংশ গ্রহণ করিব না কি? হযরত বলিলেন, না, বরং তোমাদের উৎকৃষ্ট জেহাদ হইতেছে হজ্জে মবরূর। এই হাদীসগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, জেহাদ (অসি যুদ্ধ) স্ত্রী লোকের প্রতি ওয়াজিব নহে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রওহা নামক স্থানে একদল লোকের সহিত রসূলুল্লাহর (দঃ) সাক্ষাত ঘটিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কারা? উত্তরে তাহারা বলিল, আমরা মুসলিম। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? হযরত বলিলেন, আমি আল্লাহর রসূল (দঃ)। (রসূল হওয়ার কথা শ্রবণ করা মাত্রই) জনৈক স্ত্রীলোক হযরতের দিকে একটি শিশুকে উত্তোলন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, (হে আল্লাহর রসূল (দঃ)), এই শিশুর হজ্জ হইবে কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, হাঁ হইবে।[১] কিন্তু পুণ্যের অধিকারিনী হইবে তুমি।—মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لقى ركبانا بالروحاء فقال من القوم! قالوا المسلمون فقالوا ومن انت فقال رسول الله، فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر -

৫৮১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা আব্বাস-তনয় ফযল রসূলুল্লাহর (দঃ) পশ্চাতে আরোহিত ছিলেন এমনি সময় খশআম গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোক আগমন করিল এবং ফযল তাহার দিকে আর সে ফযলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু নবী করীম (দঃ) ফযলের দৃষ্টি অপর দিকে ফিরাইতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকটি বলিল, হে আল্লাহর রসূল (দঃ), আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি যে হজ্জ ফরয করিয়াছেন তাহা আমার পিতার প্রতিও

قالت يارسول الله ان فريضة الله على عباده فى الحج ادركت ابى شيخا كبيرا لايثبت على الراحلة افا حج عنه قال نعم وذلك فى حجة الوداع

ফরয হইয়াছে। কিন্তু তিনি অধিক বৃদ্ধ হওয়ায় বাহনে উপবেশন করিতে পারেন না, এমতাবস্থায় তাঁহার পক্ষ হইতে আমি হজ্জপর্ব সমাধা করিতে পারি কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, হাঁ, (তুমি করিতে পার)। রসূলুল্লাহর বিদায়ী হজ্জের সময় এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দ বুখারী হইতে গৃহীত।

৫৮২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, বনুজুহায়ন গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল যে, আমার মাতা হজ্জপর্ব সমাধা করার মানসাত করিয়াছিলেন কিন্তু উহা পূর্ণ করার পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন আর হজ্জ করিতে পারেন নাই, আমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ সমাধা করিতে পারি কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন হাঁ, তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ সমাধা কর। দেখ, যদি তোমার মাতার কোন ঋণ থাকিত তাহা হইলে তুমি তাহা আদায় করিতে না কি? অতএব তোমরা আল্লাহর (সহিতকৃত ওয়াদা) ঋণ পূর্ণ কর। আল্লাহই উহার অধিক হকদার।—বুখারী।

فقالت ان امى نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت انا حج عنها قال نعم حجى عنها ارأيت لوكان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء

৫৮৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে কোন শিশু শৈশবকালে হজ্জ করে অতঃপর সে বালেগা হয় এমনি অবস্থায় তাহাকে দ্বিতীয় হজ্জ সমাধা করিতে হইবে। এইরূপে যদি কোন দাস দাসত্বকালে হজ্জ সমাধা করিয়া থাকে অতঃপর মুক্তিপ্রাপ্ত হয়—স্বাধীনতা লাভ করে তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় হজ্জ পর্ব সমাধা করিতে হইবে। ইব্নে আবিশয়বা ও

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ايما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى، ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى

১) শৈশবকালে হজ্জ সমাধা করিলে উহাই তাহার জীবনের ইস্লামী হজ্জ হিসাবে যথেষ্ট হইবে কিনা এই সম্পর্কে শরীঅতাভিজ্ঞ সুধীবৃন্দের মতবিরোধ রহিয়াছে। অধিকাংশের মত এই যে, শিশুর হজ্জ হইবে এবং উহা নফল রূপেই গণ্য হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাকে পুনরায় ফরয হজ্জ সমাধা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, শৈশবকালের হজ্জই ইস্লামী হজ্জ হিসাবে গৃহীত হইবে। আলোচ্য হাদীসে এই মতের প্রতিবাদ হইতেছে। অতএব জমহুর ওলামার মতই সঠিক, সন্দেহ নাই। —অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বরুহকী। ইহার রাবি সকলেই বিশ্বস্ত কিন্তু ইহার মরফু' এবং মওকুফ হওয়া সম্বন্ধে মতবিরোধ ঘটিয়াছে। মওকুফ হওয়াই সুরক্ষিত।

৫৮৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে খুৎবা প্রদানকালে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি তিনি ইর্শাদ করিয়াছেন, কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের সহিত তাহার নিকটাত্মীয় (মাহ্‌রিম) ব্যতীত নির্জনে একত্রিত যেন না হয়, কোন স্ত্রীলোক স্বীয় নিকটাত্মীয়ের সাহচর্য ব্যতীত যেন সফরে বাহির না হয়। ইহা শ্রবণে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জের মানসে বাহির হইয়াছে অথচ অমুক অমুক যুদ্ধের সৈন্যদের মধ্যে আমার নাম লিপ্টভুক্ত করা হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত হজ্জ কর। বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিমের।

سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب يقول لايخلون رجل بامرأة الا ومعها ذومحرم ولا تسافر المرأة الامع ذى محرم فقام رجل فقال يارسول الله ان امرأتى خرجت حاجة وانى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك

৫৮৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, নবী করিম (দঃ) শুনিতে পাইলেন জনৈক ব্যক্তি বলিতেছে, "লাব্বায়কা আন্ শুবরোমাতা" শুব্‌রোমার পক্ষ হইতে আমি হাযির হইয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, শুব্‌রোমা কে? সেই ব্যক্তি বলিল, আমার ভ্রাতা অথবা আমার নিকটাত্মীয়। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি নিজের হজ্জ করিয়াছ কি? সে বলিল না। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন তোমার নিজের হজ্জ কর অতঃপর শুব্‌রোমার পক্ষ হইতে হজ্জ করিবে।—আবু দাউদ ও ইব্‌নে মাজাহ্। হিব্বান ইহাকে ছহীহ্ বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে ইমাম আহ্‌মদ ইহার মওকুফ হওয়াকেই রাজেহ্ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لى اوقريب لى قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

৫৮৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আব্বাস (রাযিঃ) আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) খুৎবা প্রদান করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি হজ্জ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করতঃ আক্‌রা' বিন হাবিছ দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল, প্রত্যেক বৎসরই হজ্জ ফরয্ কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি আমি ইহার উত্তরে (হাঁ) বলিতাম তাহা হইলে প্রতি বৎসরই হজ্জ ফরয্ হইয়া যাইত! দেখ, হজ্জ এক বারই ফরয্। যদি কেহ একাধিকবার হজ্জ করে তাহা হইলে উহা নফল হইবে।—আহমদ ও সুনন, তিরমিযী ব্যতীত। আসল হাদীসটি মুস্‌লিমের।

خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام اقرع بن حابس فقال أفى كل عام يارسول الله قال اوقلتها لوجبت الحج مرة فمازاد فهو تطوع

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মি'কাতের বিবরণ

৫৮৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কতৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) মিকাত নির্দিষ্ট করিয়াছেন,'মদীনা বাসী-

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقت لاهل المدينة ذاالحليفة ولاهل الشام الجحفة

১) যে সমস্ত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া হজ্‌যাত্রীদিগকে ইহ্‌রাম গ্রহণ করিতে হয় শরীঅতের পরিভাষায় উহা মি'কাত নামে অভিহিত। মি'কাত চারিটি: যিল হুলায়ফা, জাহ্‌ফা, করনুল্ মনাযল এবং এলমলম। মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের অধিবাসীদের জন্য যুলহুলায়ফা; শাম বা সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা; নজ্‌দবাসীদের জন্য করনুলমনাযিল এবং এমনবাসীদের জন্য এলমলম। অতঃপর যাহারা উক্ত স্থানের দিক হইতে মক্কাভিমুখে গমন করিবে তাহাদিগকে উক্ত স্থান সমূহের জন্য নির্ধারিত মি'কাত হইতেই ইহ্‌রাম বাঁধিতে হইবে। পাক ভারত মুসলমানদের জন্য মি'কাত হইতেছে এলমলম।

www.ahlehadeethbd.org

দের জন্য যুল হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নজদ বাসীদের করনুল মনাযিল এবং এমনবাসীদের জন্য এলমলম। ইহা উক্ত স্থানের জন্য এবং অন্যস্থানের যাহারা সেই পথে হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে—সেই দিক হইতে গমন করিবে (তাহাদের জন্য মিকাত' নির্দিষ্ট হইয়াছে)। আর যাহারা উক্ত স্থানের অভ্যন্তরে বাস করে তাহারা নিজস্ব স্থান হইতেই ইহ্রাম বাঁধিবে এমন কি মক্কাবাসীরা মক্কা হইতে ইহ্রাম বাঁধিয়া হজ্জ বা উম্রা সমাধা করিবে। —বুখারী ও মুসলিম।

ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير هن ممن ارادالحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشاء حتى اهل مكة من مكة

৫৮৮) জননী আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করিম (দঃ) এরাক-বাসীদের জন্য 'জাতে এর্ক' নামক স্থানকে মি'কাত নির্ধারিত করিয়াছেন। —আবু দাউদ ও নাছায়ী। মূল হাদিছটি মুসলিমে হযরত জাবেরের স্বত্রে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু উহার মর্ফু' হওয়াতে রাবী সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق

ছহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) যাতুল ইর্ক্ নামক স্থানকে মি'কাত নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী ইব্নে আব্বাসের স্বত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী (দঃ) প্রাচ্যবাসী-দের জন্য 'আকীক' স্থানকে মি'কাত নির্ধারিত করিয়াছেন[১]।

ان عمر هو الذى وقت ذات عرق

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقت لاهل المشرق العقيق

১) প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত বর্ণনাদ্বয়ে যে বিরোধ পরিলক্ষিত হইতেছে উহার সমীকরণার্থে স্বনামধন্য মোহাদ্দেছীন বলিয়াছেন, যাতুল ইর্ক এবং আকীক একই স্থানেরই দুইটি নাম। পূর্ব্বে যাহা যাতুল ইর্ক্ নামে অভিহিত ছিল বর্তমানে আকীক নামেই খ্যাত। হাফেযুল ইস্লাম ইব্নে হজর ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহ্রাম এবং উহার বিশ্লেষণ

৫৮৯) জননী আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা রস্থলুল্লাহর (দঃ) সহিত حجة الوداع বা বিদায়ী হজ্জের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলাম। তখন ছাহাবাদের মধ্যে কেহ কেহ উমরার ইহ্রাম বাঁধিলেন অর্থাৎ ইহ্রাম গ্রহণকালে উচ্চৈঃস্বরে তল্বীয়া (লাব্বায়কা...) পাঠ করিলেন, কেহ কেহ হজ্জ ও উমরা উভয়ের এবং কেহ কেহ শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিলেন। কিন্তু রস্থলুল্লাহ (দঃ) হজ্জের ইহ্-রামের নিয়ত করি-লেন। অতঃপর যাহারা শুধু উমরার ইহ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা উম্রা সমাপ্ত করার পর হালাল হইয়া গেলেন, অর্থাৎ উম্রার অবস্থায় যে সমস্ত কার্য তাহাদের প্রতি অবৈধ ছিল তাহা বৈধ হইয়া গেল। পক্ষান্তরে যাহারা শুধু হজ্জ অথবা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্রাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন কুরবাণী-দিবস পর্যন্ত তাহারা হালাল হইলেন না[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحج فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر

ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটিকে মন্ছুখ—রহিত বলিয়া রাবী করিয়া বলিয়াছেন যে, যাতুল ইর্কের মিকাত হওয়া বিদায়ী হজ্জের ঘটনা। যথা আবু দাউদ এবং দারকুৎনী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহার মর্ফু' হওয়াই অধিকাংশের মত। অতএব আমলের জন্য উহাই অধিক যোগ্য।—অনুবাদক

১। হজ্জ তিন প্রকারঃ ইফরাদ, ক্বেরাণ ও তামাত্তু'

افراد' قران' تمتع

(ক) افراد শুধু হজ্জের ইহ্রাম গ্রহণ করিয়া তল্বীয়া পাঠ করাকে ইফরাদ বলা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহরাম এবং উহার আনুষঙ্গিক বিবরণ

৫৯০) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যুলহুলায়ফার মসজিদ হইতেই 'তলবিয়া' পাঠ করিয়াছিলেন। অন্য কোথা হইতে নহে[১]। —বুখারী ও মুসলিম।

قال ماأهل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلـه وسلم الامن عند المسجد

৫৯১) হযরত খাল্লাদ বিন ছায়েব স্বীয় পিতার মারফত (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, আমার নিকট হযরত জিব্রাঈল আগমন করতঃ আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যাহাতে আমি আমার সাহাবাগণকে ইহ্রামকালে তলবীয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতে নির্দেশ প্রদান করি।—আহমদ ও সুনন। ইমাম তিরমিযী এবং ইব্নে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلـه وسلم قال اتانى جبرائيل عليه السلام فامرنى ان امر اصحابى ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال

৫৯২) হযরত যয়দ বিন ছাবেত (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইহ্রাম বাঁধার সময় (পূর্ব-পরিহিত) বস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিলেন এবং গোসল করিলেন (এবং ইহ্রামের বস্ত্র পরিধান

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآلـه وسلم تجرد لاهلالـه واغتسل

(খ) قرآن প্রথম উমরা করতঃ পরে সেই ইহ্রামেই হজ্জ সমাধা করা অথবা হজ্জ সম্পন্ন করার পর উমরা করার নাম কেরাণ।

(গ) تمتع একই সফরে ভিন্ন ভিন্ন ইহ্রামে হজ্জ ও উমরা সমাধা করার নাম হজ্জে তামাত্তু'।

হজ্জের উল্লিখিত তিন প্রকারের জায়েয হওয়াতে কাহারও কোন মতভেদ নাই। ইমাম নববী ইহার প্রতি ইজ্মা' নকল করিয়াছেন, এবং কোনকোন সাহাবা কর্তৃক তামাত্তু'য়ের নিষিদ্ধ হওয়ার যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তিনি উহার ব্যাখ্যা বা তা'বীল প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিদায়ী হজ্জে রসূলুল্লাহর (দঃ) হজ্জ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় এবং এই সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইব্নুল্ কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ যাদুল মাআদে উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, আর কেহ কেহ এই সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। সংক্ষিপ্ত ভাবে বিশুদ্ধ মত এই যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সেই সফরে কারেণ ছিলেন কিন্তু তিনি তামাত্তু' করার আকাংখা করিয়াছিলেন। আর যেহেতু সাহাবাগণের মতে তামাত্তু' কেরাণের প্রতিও প্রযোজ্য হইয়া থাকে সুতরাং যে সমস্ত হাদীসে হযরতের তামাত্তু' করার কথা উল্লিখিত রহিয়াছে তাহাতে কেরাণই বুঝিতে হইবে। যেহেতু রসূলুল্লাহ হজ্জে তামাত্তু'র আকাংখা করিয়াছিলেন সেইহেতু উহার উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হওয়াতে সন্দেহের অবকাশ নাই।—অনুবাদক

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বিদায়ী হজ্জে কোন্ স্থান হইতে তলবীয়া ধ্বনি করিয়াছিলেন—লাব্বায়কা...... বলিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সাহাবাগণের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকারের রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে। ফলে, সলফদের মধ্যেও মতবিরোধ ঘটিয়াছে। কিন্তু ছহীহ বর্ণনাসূত্রে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মস্জিদে যুলহুলায়ফাতে নমায সমাধা করার পর সর্বপ্রথম তলবীয়া ধ্বনি করেন, তৎপর উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ শরকুল বয়দা নামক টিলার উপর পৌঁছিয়া উচ্চস্বরে তল্বীয়া ধ্বনি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক রাবী নিজের শ্রুতি অনুসারে উক্ত ধ্বনির স্থান বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব উক্ত বর্ণনা সমূহে কোনরূপ বিরোধ নাই। সঠিক মত এই যে, সর্বপ্রথম যুলহুলায়ফার মসজিদে ইহ্রামের দুই রাকআত নফল নমায সমাধা করার পর রসূলুল্লাহ (দঃ) তল্বীয়া ধ্বনি করিয়াছিলেন। —অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিলেন)।—তিরমিযী, তিনি ইহাকে হাসন বলিয়াছেন।

৫৯৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করা হইল যে, মুহরিম কিরূপ বস্ত্র পরিধান করিবে? রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন কমীছ—কুর্তা, পাগড়ি, পাজামা এবং মোজা পরিধান করিবেনা কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির জুতা না থাকে তাহা হইলে সে মোজাদ্বয় টখনা পর্যন্ত কর্তন করতঃ পরিধান করিতে পারিবে। দেখ, তোমরা এরূপ কোন বস্ত্র পরিধান করিবেনা যাহাকে জাফরান অথবা অরছ (রং জাতীয়) স্পর্শ করিয়াছে অর্থাৎ জাফরান এবং অরছ (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ইহ্‌রাম অবস্থায় কদাচ পরিধান করিওনা।—বুখারী ও মুছলিম। শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل مايلبس المحرم من الثياب قال لايلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لايجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس

(৫৯৪) জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে তাঁহার পবিত্র মস্তকে সুগন্ধি মালিশ করিতাম এবং এ ইরূপে হালাল হওয়ার সময় কা'বা গৃহের তওয়াফের পূর্বেই সুগন্ধি মর্দন করিতাম।—বুখারী ও মুসলিম।

كنت اطيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

(৫৯৫) হযরত উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মুহ্‌রিম নিজে বিবাহ করিবেনা, অপরকেও বিবাহ দিবেনা এবং বিবাহের পয়গামও প্রদান করিবেনা[১]।—মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

(৫৯৬) আবু কাতাদা আন্‌সারী (রাযিঃ) হালাল অবস্থায় জংলী গর্দভ শিকারের ঘটনা (তিনি যখন

---

(১) ইমাম শাফেয়ী ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করা এবং করান নিষিদ্ধ—হারাম বলিয়াছেন কিন্তু বিবাহের পয়গাম প্রদানকে মকরূহ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা উক্ত হাদীসের নহিকে তন্‌যিহ্‌ বলিয়া এই সকল কার্যকে মকরূহ বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে এই উভয়বিধ মতই সঠিক নহে, কারণ আসল নহির দ্বারা হারাম হওয়াই সাব্যস্ত হইয়া থাকে, বিপরিত অর্থ গ্রহণের কোন কারণ এখানে নাই আর তিনটি বিষয়ে একই রূপ নহি—নিষেধ-সূচক বাণী উচ্চারিত হইয়াছে পার্থক্য করিতে হইলে প্রমাণ আবশ্যক, কিন্তু কোন প্রমাণ নাই সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত তিনটি কার্যই মুহ্‌রিমের পক্ষে অবৈধ, ইহাই অধিকাংশ আলেমগণের সিদ্ধান্ত। হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস "হযরত ইহ্‌রাম অবস্থায় ময়মূনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন" বাহ্যতঃ ইহার বিপরীত হইলেও সমীকরণার্থে বলা যাইতে পারে যে, (ক) ইমাম মুসলিম স্বয়ং ময়মূনার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ তাঁহাকে হালাল থাকা অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। যেহেতু এই বিবাহের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল হযরতের ইহ্‌রাম গ্রহণের পর সেইহেতু কেহ কেহ ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। ইমাম মহিউস্‌ সুন্নাহ ইহাকে অধিকাংশের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হানাফী ভ্রাতাগণ নিজেদের মযহাবের স্বপক্ষে হওয়ার জন্যই ইব্‌নে আব্বাসের হাদীসকেই আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। (খ) ইহ্‌রামে বিবাহ স্বীকার করিলে বলা যাইতে পারে যে, ইহা রসূলুল্লাহর ফে'ল মাত্র। অতএব তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপেও গণ্য হইতে পারে। স্পষ্ট কওলী হাদীস এই অবস্থায় অগ্রগণ্য হইয়া থাকে, যথাস্থানে উহা প্রমাণিত হইয়াছে। (গ) হরম শরীফের অভ্যন্তরে উক্ত বিবাহ হইয়াছে বলিয়া "ওয়া হুয়া মুহরিম" বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য "ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করিয়াছেন" হইতে পারে না। —অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

উক্ত শিকারের কিয়দংশ রসূলুল্লাহর খিদমতে হাযির করিলেন - তখন তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা) রেওয়ায়ত করিয়া বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সাহাবাকে বলিলেন— তাহারা তখন ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন,— তোমাদের কেহ আবু কাতাদাকে শিকার করিতে বলিয়াছে অথবা শিকারের প্রতি অঙ্গুলী-সঙ্কেৎ করিয়াছে? তাঁহারা বলিলেন, জী না! রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইলেন, তাহাহইলে উহার অবশিষ্টাংশ গোশ্‌ত খাইতে পার।—বুখারী ও মুসলিম।

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيئ قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمة

৫৯৭) হযরত ছা'ব বিন জুসামা লায়সী (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে একটি বন্য গর্দভ শিকার করতঃ উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তখন আব্‌ওয়া অথবা উদ্দান নামক স্থানে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, আমরা শুধু এই জন্য উহা প্রত্যাখ্যান করিতেছি যে, আমরা ইহ্‌রামধারী[১] (শিকারের গোশ্‌ত খাইতে পারি না—নাছায়ী)।—বুখারী ও মুসলিম।

انه اهدى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه وقال انا لم نرد عليك الا اناحرم

৫৯৮) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর প্রত্যেকটিই ফাছেক— ক্ষতিকারক। উহাকে ইহ্‌রাম অবস্থায়ও কত্‌ল করা যাইবে। কাঁকড়াবিছা, চিল, কাক, ইঁদুর এবং পাগলা কুকুর—জাতীয় পশু।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم العقرب والحدأة والغراب والفارة والكلب العقور

৫৯৯) হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) ইহরামের অবস্থায় শিঙ্গা লাগাইয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم

৬০০) হযরত কা'ব বিন উজ্‌রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আমি এরূপ অবস্থায় রসূলুল্লাহর খিদমতে নীত হইলাম যে, আমার চেহারার উপর অনবরত উকুন ঝরিয়া পড়িতেছিল। ইহা দর্শন করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার কষ্ট এতদূর পৌঁছিয়াছে বলিয়া আমি ধারণা করি নাই যাহা এখন আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। (ফিদ্‌য়া স্বরূপ প্রদানের জন্য) তুমি একটি বক্‌রী জোগাড় করিতে পার কি? আমি বলিলাম না, হুযুর (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, তাহাহইলে তুমি তিনটি রোযা রাখ অথবা ছয় জন মিছকিনকে অর্ধ ছা'

قال حملت الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهى فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى اتجد شاة قلت لا قال فصم ثلثة ايام او اطعم ستة مساكين نف صاع

১। এই হাদীসের সাহায্যে কেহ কেহ মুহ্‌রিমের পক্ষে শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া সর্ব্বতঃ নিষিদ্ধ—হারাম বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য হাদীস পরিত্যক্ত হইয়া যায় যাহাতে গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং অধিকাংশ আলেমের গৃহীত মতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত; তাহা হইতেছে এই যে, বিরোধ মূলক হাদীসগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই উচিত। কোন হাদীস গ্রহণ আর কোনটি বর্জ্জন করার চাইতে উহার মধ্যে সমীকরণ সাধন করিয়া সকল গ্রহণ করাই সত্যানুরাগীদের কর্ত্তব্য। সমীকরণ এই যে, যে মুহ্‌রিম হালাল ব্যক্তি নিজের আহারের জন্য শিকার করিয়া থাকে এবং মুহ্‌রিম কোনরূপে উহাতে সাহায্য সহায়তা না করিয়া থাকে আর শিকারী উহা হইতে স্বেচ্ছায় মুহরিকে দান করে তাহা হইলে এইরূপ গোশ্‌ত মুহরিমের জন্য হালাল, যথা আবু কাতাদার হাদীসে প্রমাণিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত শিকার মুহরিমের উদ্দেশ্যে অথবা মুহরিমের মুহরিমের সহায়তায় বা ইংগিতে করা হয় উহার গোশ্‌ত মুহরিমের পক্ষে সর্ব্বতঃ নিষিদ্ধ—হারাম সম্ভবতঃ সাহাবী ছা'ব হযরত এবং তাহার সহচরগণের উদ্দেশ্যে শিকার করিয়াছেন অবগত হইতে পারিয়াই হযরত তাহার উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(এক সের ছয় ছটাক) পরিমাণ আহার প্রদান কর (অর্থাৎ তোমার মস্তক মোড়াইয়া ফেল এবং উহার পরিবর্তে উল্লিখিত দণ্ড প্রদান কর)।—বুখারী ও মুসলিম।

৬০১) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যে সময় আল্লাহ তাঁহার রসূলের দ্বারা পবিত্র মক্কা জয় করিয়াছিলেন সেই সময় রসূলুল্লাহ (দঃ) লোকদের সম্মুখে খৎবা প্রদানের জন্য দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর ইর্শাদ ফরমাইলেন, দেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এই পবিত্র মক্কাকে হস্তিবাহিনীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং (এখন) তিনি স্বীয় রসূল এবং মুমিনগণকে উহার অধিকারী করিয়াছেন। ইহা আমার পূর্ববর্তী কোন লোকের জন্য হালাল করেন নাই, বস্তুতঃ আমার জন্য বিজয়-দিবসে উহা এক ঘণ্টার জন্য হালাল করিয়াছিলেন। অতঃপর আর কাহারও জন্য উহাকে হালাল করা হইবে না। অতএব ইহার কোন জীবজন্তু শিকার করা চলিবেনা, উহার কোন বৃক্ষের কাটা ভাঙ্গা যাইবেনা এবং উহাতে পতিত কোন বস্তু উঠান যাইবেনা কিন্তু শুধু তাহার জন্য যাহার বস্তু হারাইয়াছে। যদি কাহারও কোন লোক হত্যা করা হয় তাহাহইলে তাহাকে দুই বিষয়ের—কেছাছ অথবা ফিদ্‌য়া—গ্রহণের অধিকার প্রদান করা হইবে। হযরত আব্বাস আরয করিলেন, হে, আল্লাহর রসূল ইয্‌খির ঘাসকে কর্তন করার অনুমতি প্রদান করুন, কারণ, আমরা উহা আমাদের কবরে প্রদান এবং আমাদের গৃহ নির্মাণে ব্যবহার করিয়া থাকি। তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ইয্‌খির ঘাসকে পূর্ব নির্দেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلى وانما احلت لى ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدى فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا يحل ساقطها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس الا الاذخر يارسول الله فانا نجعله فى قبورنا وبيوتنا فقال الا الاذخر

৬০২) হযরত আবদুল্লাহ বিন যয়দ বিন আসেম (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যেরূপ ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে সম্মানীয় স্থানে পরিণত করিয়াছেন এবং উহার অধিবাসীদের জন্য দোয়া করিয়াছেন সেইরূপ আমিও মদীনাকে সম্মানীয় স্থানে পরিণত করিলাম এবং ইহার অধিবাসীদের জন্য তাহাদের ছা' ও মুদের মধ্যে বরকত প্রদানের জন্য দোআ করিলাম।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها وانى حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واقى دعوت فى صاعها ومدها بمثل مادعا به ابراهيم لاهل مكة

৬০৩) হযরত আলী বিন আবি তালেব (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, মদীনার ঈর এবং ছওর নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ সমস্তই হরমের অন্তর্ভুক্ত।—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة حرام مابين عير وثور

www.ahlehadeethbd.org

মাদ্রাসা শিক্ষা

—শাইখ আবদুররহীম

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা নামে যে শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্বপাকিস্তানে প্রচলিত রোয়েছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষা বাংলার তুলনায় উরদু ভাষাকে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে মুসলিম শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণ প্রয়োজনীয় মনে করি। কাজেই মুসলিম শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে এবং মুসলিমের পক্ষে কোন কোন বিষয় অবশ্য শিক্ষণীয় তাই প্রথম আলোচনা কোরবো।

প্রত্যেক মুসলিম আখিরাত বিশ্বাস কোরতে বাধ্য। আখিরাতে যে ব্যক্তির বিশ্বাস নেই সে মুসলিমই নয়। দুনিয়া মুসলিমের সর্বস্ব নয়। যারা দুনিয়াকে সর্বস্ব মনে কোরতো তাদের ঐ ধারণা অমূলক ও ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন কো'রে তাদের অন্তরে আখিরাত-বিশ্বাস জন্মাবার উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলাম দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশ কোরেছিলো; এবং ইসলামের পয়গম্বর ও তাঁর অনুসারী দল অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণা বরণ কো'রে আখিরাত বিশ্বাস নীতিকে দুনিয়ার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত কো'রে যান। কুরআন মজীদ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আখিরাতের যথার্থতা প্রমাণ কোরে চোলেছে এবং তার ওপর ভিত্তি কোরে ইসলামের আদর্শ, নীতি ও কর্মধারা বর্ণনা কোরেছে।

তারপর, আখিরাতে মঙ্গল ও কল্যাণ লাভই প্রত্যেক মুসলিমের প্রকৃত কাম্য এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। আর আখিরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ লক্ষ্য রেখে পার্থিব মঙ্গল লাভে সচেষ্ট থাকাই হোচ্ছে মুসলিমের প্রকৃত চিহ্ন। কাজেই দুনিয়ার যে সকল কাজ ও অনুষ্ঠান আখিরাতের মঙ্গল লাভের সহায়ক সেই সকল কাজ ও অনুষ্ঠান যথাযোগ্য সম্পাদন করা প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে, দুনিয়ার যে সকল কাজ ও অনুষ্ঠান মুসলিমের পক্ষে আখিরাতের অমঙ্গল ও অকল্যাণের কারণ বোলে ইসলাম ঘোষণা কোরেছে সেই সকল কাজ ও অনুষ্ঠান পরিত্যাগ কোরে চলা প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআনের ভাষায় আমাদেরকে আমাদের কাম্য প্রার্থনা কোরতে শিক্ষা দেওয়া হোয়েছে এই বোলে,—

ربنا اتينا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

মুসলিমের লক্ষ্য নির্ধারিত ও স্থির হোলো। ঐ লক্ষ্যে পৌছবার উদ্দেশ্যে মুসলিমের জন্য যে শিক্ষ-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই হবে মুসলিমের পক্ষে অনিবার্য ও অবধারিত শিক্ষা ব্যবস্থা।

মুসলিমের দুনয়াবী ও আখিরাতী মঙ্গল লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার পক্ষে কোন্ কোন্ বিষয় কী পরিমাণে শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য তা এখন বোলবো।

দুনয়াবী মঙ্গল লাভের জন্য মুসলিমকে এই বিষয়গুলো অবশ্যই শিক্ষা কোরতে হবে:

প্রথমতঃ, প্রত্যেক মুসলিমকে তার মাতৃভাষা শিখতে হবে। চিঠিপত্র লিখবার ও পোড়বার জন্য যে পরিমাণ মাতৃভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজনীয় প্রত্যেক মুসলিমকে সেই পরিমাণে মাতৃভাষা শিক্ষা কোরতেই হবে।

দ্বিতীয়তঃ বেচা-কেনা, দোকানদারী ব্যবসায় ইত্যাদির জন্য যে পরিমাণ অঙ্ক ও জমা-খরচ হিসাবাদি জানা প্রয়োজনীয় সেই পরিমাণ অঙ্ক ও হিসাব তাকে শিখতেই হবে।

তৃতীয়তঃ দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হওয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলিমকে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-প্রদেশ রাজ্য ইত্যাদির অবস্থান, তাদের অধিবাসী,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ কোরতে অর্থাৎ ভূগোল শিখতে হবে।

চতুর্থতঃ প্রাচীনকালের জাতিসমূহ সম্বন্ধে, মুসলিম রাজ্যসমূহের উত্থান, পতন ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে মোটামুটি খবর অর্থাৎ তাদের ইতিহাস প্রত্যেক মুসলিমকে জানতে হবে।

পঞ্চমতঃ তাকে প্রাকৃতিক বস্তুগুলো সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ কোরতে হবে। তারপর, আখিরাতের মঙ্গল লাভের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে ইসলাম সম্বন্ধে যা শিক্ষা করা অনিবার্য তা হোচ্ছে এই :—

প্রথমতঃ প্রত্যেক মুসলিমকে আরবী অক্ষর পরিচয় ও কুরআন মজীদ শুদ্ধভাবে তিলাওৎ করা শিখতে হবে। এবং কোরআন মজীদের বিশেষ বিশেষ অংশ তাকে মুখস্থ কোরতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক মুসলিমকে আকাইদের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতেই হবে। তাকে আল্লাহ, তাওহীদ; রাসূল নাবী, খাতম নবুওৎ; মালাইকা, আল্লার কিতাব, আখিরাত ও আখিরাতের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ কোরে তাদের যথার্থতা বিশ্বাস কোরতেই হবে।

তৃতীয়তঃ প্রত্যেক মুসলিমকে পাকী-নাপাকীর জ্ঞান, নামায সম্বন্ধে কতকটা বিস্তারিত জ্ঞান এবং রোযা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ কোরতেই হবে।

তারপর, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে কল্যাণকর আরও একটি বিষয়ও প্রত্যেক মুসলিমকে শিক্ষা কোরতে হবে। তা হোচ্ছে আখলাক শিক্ষা—আদবকায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা। এই পর্যায়ে তাকে শিখতে হবে—মাতা পিতা, উস্তাদ, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী-গ্রামবাসী ও তামাম মানুষের প্রতি তার কর্তব্য; শাসন ও শৃঙ্খল ব্যাপারে তার দায়িত্ব। তাকে শিখতে হবে সাক্ষাতকালের বিশুদ্ধ ছালাম পদ্ধতি সাক্ষাতলাভের জন্য অনুমতি গ্রহণের রীতি, পেশাব-পায়খানা ব্যাপারে শালীনতা, পানাহার, লেবাস-পোষাক সম্বন্ধে ইসলামী নীতি ও রীতি-পদ্ধতি। তা ছাড়া বাক-সংযম ও সত্যবাদিতা অনুশীলনের এবং পরনিন্দা বিদ্রূপ ও কটুক্তি পরিত্যাগের আবশ্যকতা; কুচিন্তা ও কুকাজ থেকে দূরে সরে থেকে সৎ চিন্তা ও সৎকাজে মশগুল থাকার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি যাতে প্রত্যেক মুসলিম বালক বালিকার অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হতে পারে তার উপকরণও ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে।

এই হবে মুসলিমের প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ। এই প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন।

সকল প্রকার মাদ্রাসায়, সকল প্রকার স্কুলে—, সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই একই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু কোরতে হবে। ধনী-দরিদ্র, শিল্পপতি মযদুর, উকীল-মোখতার, জজ-ব্যারিষ্টার, প্রজা জমিদার, নেতা রাজকর্মচারী, কৃষক তন্তুবায়, শিক্ষক-কেরাণী চাপরাশী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে এই একই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা—বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে চার প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা বেশ জোরে-শোরে চোলছে আর এক প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হোয়েছে। এই পাঁচ প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দু প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থাতে ইসলামী শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা নেই। ঐ দু প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা হোচ্ছে —হাই স্কুল শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইংলিশ স্কুল শিক্ষা-ব্যবস্থা। আর দু প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা দাবী করে যে, তারা খাটি ইসলামী শিক্ষা দিয়ে থাকে। বাকী পঞ্চম প্রকার ব্যবস্থাটি হোচ্ছে স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থার সমন্বয় মাত্র। একদল ধর্মপ্রাণ মুসলিম আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও স্কুলের ইসলাম বিরোধী পারিপার্শিকতার দরুন নিজ সন্তানদেরে আধুনিক শিক্ষা দিতে পারতেন না। মুসলিম সমাজের এই চাহিদা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে স্কুল ও মাদ্রাসা উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা নিউ স্কীম ও রিফর্মড স্কীম নামে ঢাকা মাধ্যমিক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সমগ্র বাংলা দেশে চালু করা হয়। ঐ রিফর্মড স্কীমটি ইউনিভার্সিটী পাঠ্য তালিকার সাথে

www.ahlehadeethbd.org

সদ্ব্যবহার রেখে তৈরী করা হোয়েছিলো। বোলে ঐ স্কীমে যাঁরা শিক্ষা লাভ করেন তাঁরা সরাসরি সরকারী ও বে-সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান কোরতে পারেন। ফলে তাঁদের অনেকে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হন। তাঁদের অনেকে উকীল-এডভোকেটও আছেন। এই স্কীমে হাই মাদ্রাসা পাশ করার পরে কেহ কেহ বিজ্ঞান কোর্স নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সাথে কাজ কোরছেন, কেউ ইন্‌জিনীয়ার, কেউ ডাক্তারও হোয়েছেন। আবার তাঁদের কেহ কেহ ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সেই সকল বিষয় অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ফল কথা, নিউ স্কীমে মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা মুসলিম সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন কোরেছে। পাকিস্তান হাসিল হওয়া পর্যন্ত এই স্কীম ক্রমশঃ উন্নতির পথে চোলেছিলো। পাকিস্তান লাভের ৫।৬ বছর পর থেকে এই মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা ক্রমশঃ হীনপ্রভ হোতে হোতে চরম দুরবস্থায় উপনীত হয়। এমন সময় শিক্ষা কমিশন এসে যে শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিশ করেন তার ফলে এই স্কীমের সমাধিস্থ হোতে আর দেরী নাই। দ্বিতীয় প্রকার মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা হোচ্ছে আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা। এ শিক্ষা-ব্যবস্থাও সরকারের অনুমোদিত এবং মাদ্রাসা বোর্ড নামে একটা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এই মাদ্রাসা বোর্ড সম্বন্ধে দুটো কথা বলা নেহায়েৎ যরুরী। স্কুলসমূহের তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ঢাকাতে যে সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড রোয়েছে তাতে রোয়েছে প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও কণ্ট্রোলারের তিনটে সরকারী উচ্চ পদ। তা ছাড়া রোয়েছে Asst. Secretary, Asst. Controller, Superintendent সহ আপার ডিভিজন লোয়ার ডিভিজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রোয়েছেন প্রায় ষাট সত্তর জন, আর বেয়ারারও রোয়েছে ৮।১০ জন। পক্ষান্তরে এই ঢাকাতেই যে মাদ্রাসা বোর্ড রোয়েছে তাতে আছেন লেকচারার গ্রেডের মাত্র একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার ২জন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ও একজন বেয়ারার। আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হোচ্ছেন ex-officio Registrar। কাজেই এ কথা বলা অসঙ্গত হবে-না যে, মাদ্রাসা সমূহের তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে।

আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পাঠ্যতালিকাঃ— আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এ সম্বন্ধে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, শাসন ও বিচার বিভাগ পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ফারসী ও ফিকহ জানা কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কোরে ফারসী ভাষার ও ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোক তৈরী করার উদ্দেশ্যে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কোলকাতায় জামা'আত উলা Standard এর একটা শিক্ষাগার Mohamedan College of Bengal নামে স্থাপন করেন। উহাই ভারত বিভাগ পূর্ব কালেCalcutta Madrasa নামে এবং পাকিস্তান লাভের পরে আলীয়া মাদ্‌রাসা নামে পরিচিত হয়। এই মাদ্‌রাসায় হাদীস তাফসীর শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ঐ মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থা একশো ত্রিশ বছর ধোরে হাদীস তাফসীর শিক্ষাশূণ্য অবস্থাতেই থাকে। তারপর ১৯১০ সালে কেবলমাত্র কোলকাতা মাদরাসাতে জমাআতে উলার উপরে দুই বৎসরের তিনটে কোর্স খোলার ব্যবস্থা করা হয়। একটা কোর্স ফিকহ শাস্ত্রে, একটা কোর্স আরবী সাহিত্যে ও একটা কোর্স হাদীস-তাফসীরে।

আলীয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও ১৭৮১ খৃঃ থেকে ১৯৩৮-৩৯ সন পর্যন্ত প্রায় ১৬০ একশো ষাট বছরে বিভাগ পূর্ব সারা দেশে প্রাইভেট আলীয়া মাদরাসার সংখ্যা হোয়েছিল মাত্র ৪৭ সাতচল্লিশটি। এথেকে বেশ পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম সমাজ এ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসেবে যথেষ্ট বিবেচনা করেননি। তাই মুসলিম সমাজ নিজেরা বিপুল অর্থ ব্যয়ে হাযার হাযার ইসলামী মাদ্‌রাসা কায়েম কোরতে থাকেন এবং সেই মাদ্রাসায় নিজেদের ছেলেদেরে পড়াতে থাকেন। অনন্তর ঐ সকল মাদ্‌রাসার শিক্ষা সমাপ্ত হোলে ঐ ছেলেদের বিহার, ইউ, পি, প্রভৃতি প্রদেশের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র সমূহে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শেষ ইসলামী শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাতে থাকেন। বর্তমানে আলীয়া মাদ্‌রাসায় জমা'আত উলাতে হাদীসের কিতাব বোল্‌তে মিশকাত ও তাফসীরের কিতাব বোল্‌তে জালালাইন পড়াবার ব্যবস্থা করা হোয়েছে—কিন্তু এ কিতাব দুটী তো হাদীস তাফসীরের ক,খ, মাত্র।

তৃতীয় প্রকার মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা হোচ্ছে ইসলামী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষাকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে সামনে রেখে এই মাদরাসা গুলো নিজেদের পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ কোরে থাকে। এই মাদরাসাগুলো সরকারের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বরদাশ্‌ত কোরতে চায়না। চাঁদা ও এক কালীন দানকে সম্বল কোরে এই মাদরাসাগুলো বেঁচে আছে এবং এই ভাবেই তারা বেঁচে থাকতে চায়। এই মাদরাসা গুলোতে ছাত্রদের বিশেষ খরচ লাগে না। ছাত্রদেরে কোন বেতন দিতে হয়না। তাদের আহার, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় কিতাব পুস্তক মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ যোগিয়ে থাকেন। এই পর্যায়ের মাদরাসার সংখ্যা এবং ঐ মাদরাসাগুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সংখ্যা গৃহীত হয়নি; তবে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে, আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষারত ছাত্রদের বহুগুণ বেশী ছাত্র এই সকল মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কোরে থাকে।

মাদরাসা শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল্য নিরূপণঃ—প্রথমেই বোলেছি, প্রত্যেক মুসলিমের অবধারিত লক্ষ্য হোচ্ছে দুনয়া ও আখিরাত উভয়েরই মঙ্গল হাসিল করা। কাজেই এই মানদণ্ড দিয়েই মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাগুলোর মূল্যমান নির্ধারিত কোরতে হবে।

প্রথমে নিউ স্কীম মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলি। এ শিক্ষা ব্যবস্থা নিজ সার্থকতা প্রতিপন্ন কোরে দ্যাখিয়েছে। এই স্কীমে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন তাঁদের অধিকাংশ দীনঈমান ঠিক রেখে বেশ সুষ্ঠভাবেই সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন।

দুনয়াবী ও আখিরাতী মঙ্গলের মানদণ্ড দিয়ে বিচার কোরতে গিয়ে ইসলামী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও সার্থক প্রতিপন্ন হোয়েছে। এই মাদরাসাগুলোতে আখিরাতী মঙ্গল লাভের উপযোগী প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হোয়ে থাকে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। তারপর দুনয়ার প্রয়োজন মেটাবার কথা! তা সে ব্যাপারেও এই সকল মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরে বিশেষ বেগ পেতে হয়না। কারণ তাদেরে সাধারণ লোকের ন্যায় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত রাখা হয় এবং তাদেরে তাদের প্রয়োজনাদি যথাসম্ভব কম রাখবার ট্রেনিং দেওয়া হয়। ফলে, শিক্ষা সমাপ্ত কোরে তাঁদের অনেকেই নানা প্রকার শিল্প, দোকানদারী ব্যবসায় কৃষি প্রভৃতি পেশারূপে অবলম্বন কোরে পরম পরিতোষের সাথে সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী খিদমত আনজাম দিতে থাকেন।

তারপর আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা! এ শিক্ষা ব্যবস্থা দুনয়া ও আখিরাত উভয় দিক দিয়েই ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ। মারাত্মক ত্রুটিগুলো এক এক কোরে বোলছি।

প্রথম ত্রুটি হোচ্ছে পাঠ্যতালিকা সম্পর্কে। আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় জমা'আত উলাকে একটা পূর্ণাঙ্গ পর্যায় গণ্য করা হয়—অথচ এই পর্যায়ে হাদীস তাফসীর শিক্ষা দেবার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করা হয় নাই, এই পর্যায়ে হাদীস তাফসীর বিষয় দুটিতে যাতে যথেষ্ট জ্ঞান জন্মে পাঠ্যতালিকাতে তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

পাঠ্য তালিকা সংশোধনের জন্য কয়েকবার কমিটি গঠিত হোয়েছে এবং ঐ কমিটিগুলো পাঠ্যতালিকায় কিছু পরিবর্তনও কোরেছেন, কিন্তু তা নামে মাত্র। তাই বর্তমানে আর একটি পাঠ্য তালিকা সংশোধন কমিটি নিযুক্ত হোয়েছে। এ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে কিছু বোলবার অধিকার আমার নেই। কামনা করি, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদেরে মুসলিম সমাজের প্রকৃত দুনয়াবী ও আখিরাতী প্রয়োজনকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ কোরে পাঠ্য তালিকা সম্বন্ধে বিবেচনা কোরবার তাওফীক দান করেন। আমীন!

—তবে পাঠ্যতালিকার প্রাইমারী পর্যায় সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে একটা সতর্কবাণী শোনাতে চাই। তা এই:—প্রথমেই এসম্পর্কে যে ক্যারিকুলাম পেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোরেছি সেই ক্যারিকুলাম প্রত্যেক মুসলিম ছাত্রের জন্য অবধারিত না কোরলে পাকিস্তানীগণ পরস্পর বিরোধী স্বার্থ-সম্পন্ন কয়েকটা দলে পরিণত হোতে বাধ্য; এবং তার ফলে পাকিস্তানীদের ঐক্য, দৃঢ়তা ও solidarity বিপন্ন হওয়া অবধারিত। যথা, যারা সাধারণ স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তহবে তারা হবে এক দল—যার ইংলিশ স্কুল, ক্যাডেট স্কুল প্রভৃতি স্পেশাল স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে তারা হবে আর এক দল—এবং যারা মাদ্‌রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে তারা হবে তৃতীয় এক দল। এই তিন দল পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণার চোখে দেখতে শিখবে। এক দলের মেজাজে এই ভাব দেখা দেবে 'আমরা তো destined to be leaders'—আর এক দলের মনোভাব হবে 'আমরা তো অবহেলিত'। পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে দল বিশেষের প্রতি দল বিশেষের এই অবিশ্বাস ও প্রতি-হিংসা উৎপাটিত কোরতে হোলে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃপক্ষে বর্ণিত ক্যারিকুলামকে লক্ষ্য রেখে এক ও অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন কোরতে হবে।

আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিও সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি হোচ্ছে এই :—এই শিক্ষা ব্যবস্থায় উর্দুকে এখনও বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদানের ও পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যম রাখা হোয়েছে। আলীয়া মাদরাসা কোলকাতায় থাকা কালে শিক্ষাদানের মাধ্যম উর্দু থাকা যেরূপ প্রয়োজনীয় ছিল,—আলীয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হবার পর শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংলা হওয়া ঠিক সেই রূপই প্রয়োজনীয়। মিসরে, ইংল্যাণ্ডে বা জার্মানীতে ইসলামী বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যম উর্দু কোরবার জন্য সুপারিশ করা যেমন, পূর্ববঙ্গে উর্দু বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যম করাও ঠিক তেমনি। ১৯৫০ সনে হায়দ্রাবাদ নগর মাদরাসা প্রাঙ্গণে জমা'আত উলা পরীক্ষার্থীদের এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনফারেন্সে আমাকে সভাপতিত্ব কোরতে হোয়েছিলো। কিশোরগঞ্জের মাওলানা আতহার আলী সাহেব আমাকে বোলেছিলেন যে, জমা'আত উলার ফাইনাল পরীক্ষার্থীগণ উর্দু বক্তৃতা বুঝতে পারবেনা বোলে আমি যেন আমার অভিভাষণ বাংলায় লিখি। তদনুসারে আমি বাংলা ভাষায় অভিভাষণ লিখে তাই পাঠ কোরেছিলাম। ১৯৫৬ সনে ঢাকা ইউনিভারসিটি কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদান কালে, কমিশন যখন আমাকে ইসলামিক ষ্টাডিস্ বিভাগে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন তখন জওয়াবে আমি যে সকল কারণ উল্লেখ করি তার মধ্যে দুটি কারণ কমিশন তাঁদের প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ কোরেছেন। ঐ কারণ দুটির একটি হোচ্ছে আলার্স ক্লাসে শিক্ষাদানের ও অনার্স প্রশ্ন পত্রের উত্তরদানের মাধ্যম হিসেবে উর্দু ভাষাকে চালু রাখা। বাংলাকে মাধ্যম করা হোলে ইসলামিক ষ্টাডিষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির আশা করা যায়। অনন্তর কমিশন এ সম্পর্কে তাদের প্রকাশিত রিপোর্টে মন্তব্য কোরেছেন যে, ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে বাংলাকে মাধ্যম করার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক কমিটির বিচার্য। কাজেই ঐ কমিটি বিষয়টি বিচার কোরে দেখবেন। ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসে সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত শিক্ষা সপ্তাহে মাদ্‌রাসা শিক্ষা শাখার ব্যংলা ভাষাকে আলীয়া মাদ্‌রাসা সমূহে শিক্ষাদানের মাধ্যম করার জন্য সরকার বরাবর অনুরোধ জানানো হোয়েছিলো। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি যে, এসবের পরেও সম্প্রতি সরকারের নিকট এ সম্পর্কে এমন একটা সুপারিশ পেশ করা হোয়েছে যার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, উর্দুকেই মাধ্যমরূপে রাখা হবে। আমার মতে এই পনেরো বছর ধোরে পূর্বপাকিস্তানের আলীয়া মাদ্‌রাসাসমূহের শিক্ষাদানের ও পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যম উর্দুকে বাধ্যতামূলক কোরে রেখে পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম সমাজের প্রতি ঘোর অন্যায় ও অবিচার করা হোয়েছে। বর্তমান আলীয়া মাদ্‌রাসাসমূহ সম্বন্ধে আমার যতদূর জানা আছে তাতে দাখিলী ও আলিম ক্লাসগুলোতে এবং ঐ দুই পরীক্ষাতে এই বছরই বাংলা ভাষাকে মাধ্যম কোরতে কোনই অসুবিধা হবে না।

উপসংহারে বলি,

১। প্রথমেই যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ কোরেছি ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থা আলীয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক ষ্টেজে প্রবর্তন করা হউক,

www.ahlehadeethbd.org

শাসনতন্ত্রের মূলকথা

১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পাকিস্তানের জনসাধারণ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান আজ যে শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেছেন তার মূলকথা হচ্ছে পাকিস্তান সাধারণতন্ত্রের জন্য এক কক্ষ বিশিষ্ট ফেডারেল আইন পরিষদসহ প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন।

(১) একটি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদসহ উভয় প্রদেশে এক একটি প্রাদেশিক আইন সভা থাকবে।

(২) মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

(৩) প্রেসিডেন্টের অনুমোদনক্রমে গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক মন্ত্রিবর্গ থাকবেন।

(৪) ঢাকা রাজধানী এলাকা হবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রধান কেন্দ্র এবং ইসলামাবাদ রাজধানী এলাকা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কেন্দ্র।

(৫) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আইন প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একমত হলে প্রেসিডেন্টের ভেটো বাতেল হয়ে যাবে অবশ্য যদি না তিনি সে বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেন।

(৬) জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ও প্রেসিডেন্ট একমত হলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে। পরিষদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য একমত হলে প্রেসিডেন্টের ভেটো অগ্রাহ্য হয়ে যাবে; অবশ্য যদি না তিনি এ বিষয়ে জনমত যাচাই অথবা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে স্বয়ং পুনঃনির্বাচন প্রার্থী হন।

(৭) প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার একশ' বিশ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে।

(৮) জাতীয় পরিষদের মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য একমত হলে পরিষদে প্রেসিডেন্টকে অভিযুক্ত করা যাবে।

(৯) জাতীয় পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে নতুন কর ধার্য করা যাবে না। তবে প্রেসিডেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটও পরিবর্তন করা যাবে না।

(১০) আইন প্রণয়নের মূলনীতি হিসাবে শাসনতন্ত্রে বিঘোষিত মৌলিক অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ণ অথবা লঙ্ঘন করে যাতে কোন আইন গৃহীত না হয় সে দায়িত্ব আইন পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত আইন পরিষদের (কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক) উপর নিজ নিজ এলাকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করে জতমতের প্রাধান্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে—পরিষদই নিজেদের ক্ষমতার নির্ধারণ কার্য পরিচালনা বিষয়ক নিয়ম-কানুন, সদস্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়ন করবে।

এবং আলীয়া মাদ্‌রাসার বাকী নিসাব দুনয়াবী ও আখিরাতী মঙ্গল লাভকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ কোরে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করা হউক।

২। মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডকে অনতিবিলম্বে Board of Intermediate and Secondary Education এর ন্যায় autonomous Body রূপে গঠিত করা হউক।

৩। আলিম পরীক্ষা পর্যন্ত সকল ক্লাসে ও সকল পরীক্ষায় অনতিবিলম্বে বাংলা ভাষাকে শিক্ষাদানের ও পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমরূপে প্রবর্তিত করা হউক, এবং উহা ক্রমে ক্রমে ফাযিল পরীক্ষা পর্যন্ত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হউক।

وما علينا الا البلاغ

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

---

* শিক্ষা-সপ্তাহ সম্মেলনের ২৭-১-৬২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাদ্‌রাসা-শিক্ষা অধিবেশনে পঠিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাসনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক পরিষদের কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই এ হেন অজুহাতে পরিষদের আইন প্রণয়ন অথবা কোন আইনের বৈধতা অস্বীকার করার ক্ষমতা কোন আদালতের বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের থাকবে না।

শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট তৃতীয় তালিকায় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আওতাভুক্ত বিষয়ের বিষদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ তালিকা বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন সভার সুপারিশ-ক্রমে পূর্বাহ্ণে কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আইন প্রাদেশিক আইন সভা কর্তৃক সংশোধন বা বাতেল করা যাবে।

অন্যথায় যদি কোন প্রাদেশিক আইন কেন্দ্রীয় আইনের সাথে অসমঞ্জস হয় সেক্ষেত্রে শেষোক্ত আইনই বলবৎ থাকবে এবং প্রথমোক্ত আইনের শুধু অসমঞ্জস অংশটুকু বাতেল বলে গণ্য হবে।

পাকিস্তান সাধারণতন্ত্রের আওতাভুক্ত কোন বিষয় সম্পাদনের দায়িত্ব কোনও পাদেশিক সরকারের অনুমোদনক্রমে সে সরকার বা ঐ সরকারের অধীনস্থ কোন কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষের উপর বিনা সর্তে বা সর্তাধীন অর্পণ করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদকে দেওয়া হয়েছে।

প্রাদেশিক সীমানা রদবদল সংক্রান্ত ব্যাপারে শাসনতন্ত্র সংশোধনীমূলক আইন জাতীয় পরিষদে বিধিবদ্ধ হতে পারবে না—অবশ্য যদি না সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইন সভার মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত কোন প্রস্তাবক্রমে উহা অনুমোদিত হয়।

প্রস্তাবনা ও মূল সূত্র

প্রস্তাবনা ঃ

প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, সমগ্র দুনিয়াজাহানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং জনগণ যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তা তার পবিত্র আমানত। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ যখন ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান হবে ইসলামী ন্যায়নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তখন তিনি জনগণের আশা আকাঙ্খারই প্রতিধ্বনি করেন। বর্তমানে যেসব অঞ্চল এদেশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং পরে যেসব ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত হবে, সেসব নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের সমবায়ে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ধরণের রাষ্ট্র এবং এ-রাষ্ট্রে প্রদেশগুলি সমগ্র দেশের ঐক্য ও স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে স্বায়ত্ত শাসনের সুবিধা ভোগ করবে। জনগণ কামনা করে, ইসলাম সম্মত গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক ন্যায়নীতি পাকিস্তানে পুরোপুরি অনুসৃত হবে। সর্বোপরি, পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে ইসলামের শিক্ষা ও বিধিনিষেধ অনুসারে নিজেদের জীবন গঠনের সুযোগ পাবে। কিন্তু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বার্থসহ পাকিস্তানী সংখ্যা-লঘুদের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

মূল সূত্র ঃ

শাসনতন্ত্রে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ১৬টি মূল সূত্র এবং বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত ২১টি মূল সূত্র রয়েছে। শাসনতন্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা চলবে না। আইনের চোখে সব নাগরিকই হবে সমান এবং সবার সঙ্গেই আইনসঙ্গত ব্যবহার করা হবে। সর্বোপরি, কেন্দ্রীয় সরকারের সকল ব্যাপারেই প্রদেশসমূহকে 'যথাসম্ভব' সমানাধিকার দেওয়া হবে।

শাসনতন্ত্রে বাক্ স্বাধীনতা এবং সংগঠনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই সব স্বাধীনতা কোনক্রমেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনগণের শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও শালীনতা, ন্যায়ের শাসন, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদির পরিপন্থী হতে পারবে না।

এইসব মূল সূত্রের ভিত্তিতে কোন আদালতে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাবে না। প্রত্যেক আইন পরিষদেরই একটি বিশেষ দায়িত্ব থাকবে। উপরোক্ত মূল সূত্রগুলিকে উপেক্ষা করে বা ভঙ্গ করে বা অন্য কোন ভাবে তাঁদের বিরোধিতা করে কোন পরিষদই কোন আইন প্রণয়ন করবেন না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ-ব্যাপারে নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে ইসলামী ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিষদ গঠিত হবে খ্যাত-নামা আইনবিদ, শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়ে। কোন বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হলে বিষয়টি পরিষদের বিবেচনার জন্যে প্রেরণ করা হবে। পরিষদ যে মতামত দেবেন, তা সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে প্রকাশ করা হবে।

প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট মুসলমান হবেন। তাঁর বয়েস কমপক্ষে ৩৫ বৎসর হতে হবে। তিনি অন্ততঃ পক্ষে ৮০,০০০ নির্বাচক নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্যে নির্বাচিত হবেন। নির্বাচক সংখ্যা দুই প্রদেশেই সমান থাকবে এবং তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সমসংখ্যক আঞ্চলিক ইউনিটের (নির্বাচনী এলাকা) প্রতিনিধিত্ব করবেন।

যিনি একটানা ৮ বৎসরের বেশী প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন, তিনি সাধারণ অবস্থায় পুনরায় ওই পদের জন্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। যদি তেমন কোন প্রার্থী থাকেন, নির্বাচন কমিশনার তাঁর কথা জাতীয় পরিষদের স্পীকারকে জানিয়ে দেবেন এবং স্পীকার জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করে প্রার্থী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

প্রেসিডেন্টের পদ যদি শূন্য থাকে বা তিনি যদি বিদেশ থাকেন কিম্বা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সাময়িকভাবে আপন পদের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহলে জাতীয় পরিষদের স্পীকার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করবেন!

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ঃ

পাকিস্তানী সাধারণতন্ত্রের সমস্ত শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবেন প্রেসিডেন্ট। যখন পরিষদের অধিবেশন হবে না, তখন তিনি ইচ্ছা করলে অর্ডিনান্স প্রণয়নও করতে পারবেন। অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতিতে 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করার অধিকারও তাঁর থাকবে। তবে, অর্ডিন্যান্স ও জরুরী আইনগুলি যথাশীঘ্র সম্ভব জাতীয় পরিষদে পেশ্ করতে হবে।

দেশরক্ষা বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হিসেবে প্রেসিডেন্ট এই সকল বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক নিযুক্ত করবেন এবং তাঁদের বেতন ও চাকরির শর্ত নির্ধারিত করে দেবেন।

প্রেসিডেন্টের সম্মতি ঃ

জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিল প্রেসিডেন্টের সম্মতি ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হতে পারবে না, কিন্তু তিনি যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর অসম্মতি না জানান তবে সেই বিল আইনে পরিণত হবে।

প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদে ভাষণ দান করতে পারেন এবং পরিষদের কাছে বাণীও পাঠাতে পারেন।

জনমত যাচাই ঃ

যদি প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের মধ্যে কোন মতবিরোধ উপস্থিত হয় তবে প্রেসিডেন্ট সে-প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে যাচাইয়ের জন্য পেশ করতে পারবেন। এই জনমত যাচাইয়ের উত্তর কেবল 'হ্যা' ও 'না'র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

পরিষদ বাতিলকরণ ঃ

যদি প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিতে চান তবে পরিষদ বাতিলের ১২০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নতুন গণভোট গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু পরিষদ বাতিলের পর ৬০ দিনের পূর্বে নয়।

প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ অথবা তাকে অপসারণ ঃ

জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার নূন্যতম তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোট দ্বারা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে গুরুতর অসদাচরণ অথবা স্বেচ্ছায় শাসনতন্ত্রের ধারা অমান্যকরণ অথবা দৈহিক বা মানষিক অসামর্থের অভিযোগ আনয়ন করে তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যাবে।

প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনয়ন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে যদি দেখা যায় যে মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেকেরও কম সদস্যের এতে সমর্থন রয়েছে, তবে সর্বপ্রথম অভিযোগ-পত্র স্বাক্ষরকারীগণ (যাদের সংখ্যা জাতীয় পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম কোন মতেই হবে না) **সেই মুহূর্ত হতে পরিষদের সদস্য পদ থেকে বিচ্যুত হবেন।**

মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ঃ

সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনা করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করতে পারবেন ঃ

(ক) যে-সমস্ত ব্যক্তির জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে তাঁদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন।

(খ) জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যের মধ্য থেকে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিয়োগ করতে পারবেন (তাঁদের সংখ্যা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্থাপিত কেন্দ্রীয় সরকারের মোট দফতরের সংখ্যার বেশী হতে পারবে না)। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীগণ প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে ঐ সমস্ত দফতর সংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত থাকবেন।

প্রেসিডেন্ট মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এবং পাকিস্তানের এটর্নী-জেনারেল জাতীয় পরিষদ অথবা এর যে-কোন অধিবেশনে যোগদান করতে পারবেন এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন, কিন্তু কোন ভোটদান করতে পারবেন না।

আইন পরিষদ ঃ

প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটি করে প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং সারা পাকিস্তানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ থাকবে।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ প্রেসিডেন্ট ও একটি পরিষদ দ্বারা গঠিত হবে, এর নাম হবে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদ, প্রাদেশিক গভর্ণর ও একটি পরিষদ দ্বারা গঠিত হবে, এর নাম হবে প্রাদেশিক পরিষদ।

জাতীয় পরিষদ ঃ

১৫০ জন সদস্য দ্বারা জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে। এই সদস্যসংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক সদস্য পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকা হতে নির্বাচিত হবে আর বাকী অর্ধেক সংখ্যক সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকা হতে নির্বাচিত হবে।

অধিকন্তু জাতীয় পরিষদেদের ছয়টি আসন (প্রত্যেক পরিষদের জন্য তিনটি) শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মহিলাগণ অসংরক্ষিত ১৫০টি আসনের জন্যও দাঁড়াতে পারবেন।

প্রাদেশিক পরিষদ ঃ

প্রত্যেক প্রদেশের জন্য প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে ১৫০ জন সদস্য থাকবে। অধিকন্তু পাঁচটি আসন শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

জাতীয় পরিষদ অথবা প্রাদেশিক পরিষদ যদি পূর্বাহ্নে বাতিল না হয়, তাহলে এদের প্রত্যেকেরই মেয়াদ হবে পাঁচ বৎসর। প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা অথবা জাতীয় পরিষদের মেয়াদকাল শেষ যেটাই পরে ঘটুক না কেন, পাঁচ বৎসরের মেয়াদ তার পর থেকেই হিসাব করা হবে।

জাতীয় পরিষদের কার্যস্থল প্রধানতঃ ঢাকা রাজধানী এলাকায় স্থাপিত হবে।

পরিষদের অধিবেশন ঃ

বছরে অন্ততঃ দুবার প্রতিটি পরিষদের (জাতীয় এবং প্রাদেশিক) অধিবেশন বসবে। পরিষদের শেষ অধিবেশন এবং পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে ১৮০ দিনের বেশী ব্যবধান থাকবে না।

জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলির কোরামের সংখ্যা হবে ৪০।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ তাদের সদস্যবৃদের মধ্য থেকে একজনকে পরিষদের স্পীকার হিসাবে মনোনীত করবেন। এবং দুজনকে ডেপুটি স্পীকার হিসাবে মনোনীত করবেন। এই দুজনের মধ্যে কে "সিনিয়ার" তা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।

সদস্যপদ ঃ

যে কোন ব্যক্তি জাতীয় (অথবা প্রাদেশিক)

www.ahlehadeethbd.org

পরিষদের নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন, যদি তার বয়স ২৫ বছরের কম না হয় এবং তার নাম যে-কোন নির্বাচকমণ্ডলীর নির্বাচনী তালিকাভুক্ত থাকে (প্রদেশের মধ্যে)। সেই ব্যক্তিকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে যে দেওলিয়া হয়ে গেছে, অথবা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং ন্যূনপক্ষে দু বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেছে অথবা কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেছে অথবা পাকিস্তানে সরকারী কাজ করছে (স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার অথবা পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বাদে) অথবা এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অথবা এই শাসনতন্ত্রের কোন আইন মোতাবেক অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে।

সাধারণ নির্ব্বাচন

যেদিন পরিষদের কার্যকাল শেষ হবে তার ১২০ দিনের মধ্যে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলির সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (অবশ্য পরিষদ যদি আগে ভেঙ্গে না দেওয়া হয়) এবং নির্বাচনের ফলাফল ঐ দিনের ১৪ দিনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে।

যদি কোন পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন ভেঙ্গে দেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

নির্ব্বাচন পদ্ধতি

প্রতি প্রদেশের সমসংখ্যক (কিন্তু ৪০,০০০-এর কম নয়) আঞ্চলিক ইউনিট নির্বাচনী ইউনিট বলে গণ্য হবে। ন্যূনপক্ষে ২১ বছর বয়স্ক ব্যক্তি, যদি অযোগ্য বলে ঘোষিত না হয়, তাহলে তিনি তার নাম নির্বাচনী ইউনিটের নির্বাচনী তালিকাভুক্ত করতে পারবেন।

নির্বাচনী ইউনিটের তালিকাভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দ থেকে তাদের মধ্যে ন্যূনপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক একজনকে নির্বাচন করবে, সেই ব্যক্তি হবে ঐ ইউনিটের ভোটদাতা।

উভয় প্রদেশের নির্বাচনী ইউনিটের ভোটদাতাগণ মিলে পাকিস্তানের নির্বাচক-মণ্ডলী গঠন করবে। তারা নির্বাচক-মণ্ডলীর সদস্য বলে পরিচিত হবে। নির্বাচক-মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ তাদের ঐকাজ ছাড়াও এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইন মোতাবেক স্থানীয় শাসন প্রসঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন।

শাসনতন্ত্র

(১) প্রাদেশিক

নির্বাচনী কমিশনার আইন মোতাবেক প্রতি প্রদেশের জন্য নির্বাচনী ইউনিট সংগঠন করবেন, তা পরিচিত হবে প্রাদেশিক নির্বাচনী এলাকা বলে। প্রতি প্রদেশে ১৫০টি নির্বাচনী এলাকা থাকবে। প্রাদেশিক নির্বাচনী এলাকাভুক্ত নির্বাচনী ইউনিটের ভোটদাতাবৃন্দ ঐ প্রদেশের একটি আসনের নির্বাচক বলে পরিগণিত হবেন।

(২) কেন্দ্রীয়

নির্বাচনী কমিশনার সময় সময়ে আইন মোতাবেক প্রাদেশিক নির্বাচনী এলাকাগুলিকে কয়েকটি "গ্রুপে" ভাগ করবেন, যা কেন্দ্রীয় নির্বাচনী এলাকা বলে পরিচিত হবে, প্রতি প্রদেশে যাতে করে এই ধরনের ৭৫টি কেন্দ্রীয় নির্বাচনী এলাকা থাকে। কেন্দ্রীয় নির্বাচনী এলাকাভুক্ত নির্বাচনী ইউনিটের ভোটদাতাগণ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের একটি আসনের নির্বাচনী এলাকা বলে গণ্য হবে।

মহিলাদের জন্য বিশেষ আসন

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য কমিশনার সময় সময়ে প্রতি প্রদেশের নির্বাচনী ইউনিট এমনভাবে সংগঠন করবেন যাতে করে প্রতি প্রদেশে মহিলাদের জন্য পাঁচটি করে নির্বাচনী এলাকা থাকে।

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত জাতীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য, কমিশনার, সময় সময়ে প্রতি প্রদেশের নির্বাচনী ইউনিটগুলোকে তিন ভাগে সংগঠিত করবেন যাতে করে প্রত্যেক প্রদেশে মহিলাদের জন্য তিনটি করে নির্বাচনী এলাকা থাকে।

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যারা সদস্য নির্বাচিত হবেন আইনের বিধান অনুযায়ী তাঁরা পরিষদের প্রথম বৈঠকের আগে মহিলাদের জন্য প্রাদেশিক পরিষদে বিশেষভাবে সংরক্ষিত আসনের জন্য ৫ জন সদস্য নির্বাচন করবেন; উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত প্রত্যেকটি নির্বাচনী ইউনিট গ্রুপের জন্য একজন করে মহিলা সদস্য থাকবেন।

একইভাবে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের পর প্রত্যেকটি প্রাদেশিক পরিষদ আইনের বিধান অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠকের আগে জাতীয় পরিষদে মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত আসনের জন্য তিন জন সদস্য নির্বাচন করবেন; উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত নির্বাচনী ইউনিট গ্রুপের জন্য একজন করে মহিলা সদস্য থাকবেন।

নির্বাচনী কমিশন

নির্বাচনের জন্য যে নির্বাচনী কমিশন গঠন করা হবে তাতে থাকবেন:

(ক) একজন চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যানই প্রধান নির্বাচনী কমিশনার হবেন)। প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান নিয়োগ করবেন। শপথ গ্রহণের দিন থেকে চেয়ারম্যানের কার্যকাল তিন বৎসর হবে।

(খ) অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের এক একজন করে বিচারপতি। সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট দুটোর প্রধান বিচারপতিদ্বয়ের ও প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের সাথে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকের নিয়োগ প্রদান করবে।

জাতীয় পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রধান নির্বাচনী কমিশনারকে পুনর্নিয়োগ করা হবে না। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রেসিডেন্ট প্রধান নির্বাচনী কমিশনারকে তাঁহার পদ থেকে অপসারণ করতে পারবেন না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী দুইজন "সর্বাধিক সিনিয়র" বিচারপতি ও প্রত্যেক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে।

উক্ত পদ থেকে সরে যাওয়ার পর দুই বৎসর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে তিনি কোন সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হতে পারবেন না।

অর্থবিষয়ক কার্যধারা

কেন্দ্রীয় সমবেত তহবিল

কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্ত সমুদয় রাজস্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সমুদয় ঋণ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ঋণ পরিশোধীত সমুদয় অর্থ 'কেন্দ্রীয় সমবেত তহবিল' নামে পরিচিত একটি তহবিলে জমা হবে। এই তহবিলের সংরক্ষণ, এতে অর্থ প্রদান, এর থেকে অর্থ গ্রহণ এবং এই তহবিলের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সর্বপ্রকার আদান-প্রদান কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন বা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশ মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হবে।

কেন্দ্রীয় সমবেত তহবিল থেকে নির্বাহিত ব্যয়ের বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: প্রেসিডেন্টকে দেয় বেতন ও ভাতা, প্রেসিডেন্ট পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয়, এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে দেয় অবসরকালীন বৃত্তি ও এককালীন সাহায্য; স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার বৃন্দ, মন্ত্রি মরিষদ, প্রধান নির্বাচনী কমিশনার, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীবৃন্দ, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ইসলামিক আদর্শ বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণকে দেয় বেতন ও ভাতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়ভুক্ত ঋণ ও তার সুদ প্রভৃতি।

প্রাদেশিক সমবেত তহবিল:

প্রদেশেও অনুরূপ একটি প্রাদেশিক সমবেত তহবিল থাকবে এবং প্রাদেশিক পরিষদ প্রণীত আইন বা প্রাদেশিক গভর্ণর কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশ বলে তা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রদেশের অর্থবিষয়ক আইন-কানুন প্রায় কেন্দ্রের অর্থবিষয়ক আইন-কানুনের অনুরূপই হবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অডিটর-জেনারেল ঃ

প্রেসিডেন্টের নিযুক্ত একজন 'কন্‌ট্রোলার এণ্ড অডিটর-জেনারেল অব পাকিস্তান' থাকবেন এবং আইন অনুযায়ী নির্ধাধিত তাঁর চাকুরীর মেয়াদ ও শর্তসমূহ তাঁর চাকুরীকালে বলবৎ থাকবে।

৬০ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকবেন এবং পাকিস্তানের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরামর্শ ব্যতিরেকে তাঁকে অপসারণ করা যাবে না।

তাঁর চাকুরীর মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পর তিন বছর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের কোন সরকারী চাকুরী করতে পারবেন না।

কর নির্দ্ধারণ ঃ

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের গৃহীত আইন অথবা সেই আইনের শর্ত মোতাবেক কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য কোন কর ধার্য করা যাবে না।

কোন জরিমানা বা ফিস (লাইসেন্স ফি বা যে-কোনরূপ সার্ভিসের চার্জসহ) ধার্য বা পরিবর্তন অথবা বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈধ উদ্দেশ্যে কোন কর ধার্য, বাতিল, মওকুপ, পরিবর্তন বা বিধিবদ্ধ করার জন্য ব্যতীত কোন বিল বা সংশোধনী প্রেসিডেন্টের সুপারিশ ব্যতিরেকে জাতীয় পরিষদে উত্থাপন বা আনয়ন করা যাবে না, যদি আইন পাশ করা হয় ও চালু করা হয়, রাজস্ব থেকে বা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য অর্থ থেকে ব্যয় হয় অথবা কোন কর ধার্য, বাতিল, মওকুফ, পরিবর্তন বা অর্থ ঋণ গ্রহণ বা কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক কোন গ্যারান্টি প্রদানের জন্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবিষয়ক দায়িত্ব সংক্রান্ত আইন সংশোধনের জন্য অথবা কেন্দ্রীয় সবেত তহবিলের উপর আরোপিত চার্জ ধার্য, বাতিল বা পরিবর্তন হেতু অথবা সেই তহবিলের (তহবিলে অর্থ প্রদান ও তহবিল থেকে অর্থ বিলিসহ) সংরক্ষণ হেতু অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য যে কোন অর্থ সংরক্ষণ, গ্রহণ বা বিলির জন্য অথবা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে।

বাজেট ঃ

প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শুরু হবার আগে সেই বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্ট উক্ত বৎসরের কেন্দ্রীয় সমবেত তহবিলের আনুমানিক আয় এবং তা থেকে আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত এক বিবরণ (বার্ষিক বাজেট বিবরণ নামে অভিহিত) জাতীয় পরিষদের সামনে পেশ করবেন।

রাজস্ব ও অন্যবিধ হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ঃ

বার্ষিক ব্যজেট বিবরণে অন্যান্য হিসাব থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব আলাদা করে দেখাতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সমবেত তহবিলের উপর দাবীকৃত ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য ব্যয় সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ আলাদা করে দেখানো হবে এবং পৌনঃপুনিক ব্যয় ও অপৌনঃপুনিক ব্যয় এবং কোন ব্যয়ের নধ্যে কতোটা নতুন ব্যয় তাও দেখানো হবে।

আনুমানিক আয়ের মধ্যে কোনটি (ক) প্রচলিত কর থেকে, (খ) নতুন ও বর্ধিত কর থেকে অথবা (গ) ঋণ বাবদ পাওয়া যাবে, এবং কোনটি অন্যবিধ সূত্রে পাওয়া যাবে, তাও উক্ত বিবরণে উল্লিখিত থাকবে।

কেন্দ্রীয় সমবেত তহবিল থেকে ব্যয় ঃ

বার্ষিক বাজেট বিবরণে কেন্দ্রীয় সমবেত তহবিল থেকে যে ব্যয় বরাদ্দের হিসাব দেয়া হবে, তা নিয়ে জাতীয় পরিষদে আলোচনা চলবে, কিন্তু তা ভোটে দেয়া হবে না।

অন্যবিধ ব্যয় ঃ

বার্ষিক বাজেট বিবরণে অন্যবিধ ব্যয় সম্পর্কিত (পূর্ববর্তী বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের হিসাব দেয়া হয়েছে, এরূপ কয়েক বছর ধরে চলবার মতো পুরাতন কার্যের খাতে বরাদ্দ ব্যয় নয়) আনুমানিক হিসাব জাতীয় পরিষদে মঞ্জুরীর দাবী হিসাবে পেশ করা হবে।

জাতীয় পরিষদ ও পুরাতন ব্যয় ঃ

বার্ষিক বাজেট বিবরণে নতুন ব্যয় হিসাবে যে অর্থ বরাদ্দের মঞ্জুরীর দাবী দেখানো হয়নি, জাতীয় পরিষদে তার আলোচনা চলবে, কিন্তু উক্ত দাবী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাতীয় পরিষদের ভোটে দেয়া হবে না এবং বাজেট বিবরণ পরিষদ সমক্ষে পেশ করার ১৪ দিন পর অথবা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছর শুরু হওয়ার তারিখের মধ্যে যে তারিখ পরে, সেই তারিখে উক্ত দাবীতে পরিষদের সম্মতি পাওয়া গেছে বলে ধরে নেয়া হবে। জাতীয় পরিষদ অবশ্য প্রেসিডেণ্টের অনুমতিক্রমে কোন মঞ্জুরীর দাবী হ্রাস করতে পারবেন এবং সে ক্ষেত্রে পরিষদ হ্রাসকৃত দাবীতে সম্মতি দান করেছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

বাজেট বিবরণে নতুন ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে, এরূপ অর্থবরাদ্দের দাবীতে জাতীয় পরিষদ সম্মতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবেন অথবা পরিষদের নির্দেশিত অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কিত দাবীতে সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারবেন।

প্রেসিডেণ্টের সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরীর দাবী করা হবে না।

জাতীয় অর্থ কমিশন :

কোন বিশেষ কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত-ভাবে বণ্টন অথবা প্রাদেশিক সরকারসমূহের জন্য সাহায্য মঞ্জুরকরণ অথবা বর্তমান শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর প্রদত্ত কর্জ করার ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা অর্থ সংক্রান্ত অন্য-বিধ কোন ব্যাপারের মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট সময়ে সময়ে, জাতীয় অর্থ কমিশন (National Finance Commission) গঠন করতে পারবেন। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের অর্থনীতি সম্পর্কিত দপ্তরের মন্ত্রী, এবং প্রাদেশিক গভর্ণরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার পর অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রেসিডেণ্ট এই কমিশনে নিযুক্ত করবেন।

প্রেসিডেণ্টের কাছে পেশকৃত কমিশনের যে কোন সোপারেশ এবং এ সম্পর্কে কি কার্যবিধি গ্রহণ করা হবে তার ব্যাখ্যা সম্বলিত ক্রোড়পত্রসহ, জাতীয় পরিষদ ও প্রতিটি প্রাদেশিক পরিষদের কাছে পেশ করা হবে।

জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল :

এ-ছাড়াও প্রেসিডেণ্ট এই শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল গঠন করবেন। এই কমিশন সময়ে সময়ে পাকিস্তানের সার্বিক অর্থ-নৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করবেন।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

গভর্ণরগণ :

প্রতি প্রদেশের জন্য একজন করে গভর্ণর থাক-বেন। প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক তাঁরা নিযুক্ত হবেন। তাঁদের কার্যকলাপ প্রেসিডেণ্টের নির্দেশ মোতাবেক হবে।

প্রাদেশিক মন্ত্রীবৃন্দ :

তাঁর কাজের সুচারু নির্বাহের জন্য গভর্ণর (প্রেসিডেণ্টের মত নিয়ে) প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে প্রদেশের জন্য মন্ত্রি নিযুক্ত করতে পারেন। মন্ত্রীদেরকে প্রেসিডেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে পদচ্যুত করা চলবে না।

পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীগণ :

তাছাড়া, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে তিনি পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর পদে ব্যক্তি-দের নিযুক্ত করতে পারবেন (গভর্ণর গঠিত প্রাদেশিক সরকারের দপ্তরগুলির বেশীসংখ্যক নয়) এবং যেসব ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হবে তাঁরা গভর্ণরের নির্দেশমত ঐ সব দপ্তরগুলি সম্পর্কিত কাজ করে যাবেন।

প্রেসিডেণ্ট অথবা গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রী কিম্বা পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী কার্যভার থেকে অপসারিত হবেন যখন নতুন প্রেসিডেণ্ট অথবা গভর্ণর কার্যভার গ্রহণ করবেন।

যে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিষদ পাকিস্তানের সর্বত্র কিংবা যে কোন অংশের জন্য অঞ্চল-বহির্ভূত প্রয়োগ ক্ষমতা সম্পন্ন আইন তৈরী করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে প্রাদেশিক পরিষদ প্রদেশের অথবা তার কোন অংশের জন্যই শুধু আইন তৈরী করতে পারবেন।

বর্তমান শাসনতন্ত্রের **দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত**

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের আইন তৈরী করার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। এ ছাড়াও পাকিস্তানের নিরাপত্তা অথবা জাতীয় পরিকল্পনা বা সমন্বয় কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে যদি পাকিস্তানের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজন হয়, তাহলেও পরিষদ সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

প্রাদেশিক পরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ঃ

শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রদেশের হাতে যে সব ক্ষমতা নেই, কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা জাতীয় পরিষদ প্রদেশের হাতে সে সব ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন ঃ

প্রাদেশিক গভর্ণরের সম্মতি ব্যতিরেকে অথবা তিনি সম্মতি দিয়াছেন বলে যদি না ধরে নেওয়া হয়, তাহলে প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত কোন বিল আইন পরিণত হবে না।

গভর্ণর ও পরিষদ ঃ

গভর্ণরের কাছে বিল পেশ করার ৩০ দিনের মধ্যে যদি তিনি বিলে তাঁর অসম্মতি জানান, তাহলে পরিষদ সেটা পুনর্বিবেচনা, সংশোধনী অথবা সংশোধনী ছাড়াই পরিষদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে বিলটি গ্রহণ করে দ্বিতীয় বারের জন্য গভর্ণরের কাছে পেশ করতে পারেন।

জাতীয় পরিষদের কাছে বিবাদ পেশ ঃ

যখন বিল আবার তাঁর কাছে পেশ করা হবে, তখন গভর্ণর তাঁর কাছে বিল পেশ করার ১০ দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি জানাবেন, নতুবা গভর্ণর ও প্রাদেশিক পরিষদের মধ্যে বিষয়টী বিবদমান, এই বলে প্রেসিডেন্টকে জাতীয় পরিষদে বিলটী পেশ করার অনুরোধ জানাবেন।

অর্ডিনান্স সমূহ ঃ

প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছেনা এমন অবস্থায় গভর্ণর প্রয়োজনবোধে অর্ডিনান্স জারী ও প্রয়োগ করবেন এবং এইরূপ অর্ডিনান্স প্রাদেশিক আইন পরিষদের যে কোন আইনের ন্যায় সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এই ধরনের অর্ডিনান্সগুলো যতশীঘ্র সম্ভব প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সামনে পেশ করা হবে। যদি কোন অর্ডিনান্সের নির্দিষ্ট মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হবার পূর্বে প্রাদেশিক আইন পরিষদ কোন গৃহীত প্রস্তাব বলে তাকে নামঞ্জুর ঘোষণা করে, তবে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের উপর অর্ডিনান্সটি আর কার্যকরী থাকবে না, কিন্তু এই অর্ডিনান্সের পূর্ববর্তী কার্যাবলী অক্ষুণ্ণ থাকবে।

যদি কোন বিষয়ে গভর্ণর এবং আইন পরিষদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে হয় গভর্ণর অথবা ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার অথবা তারা উভয়েই নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টিকে জাতীয় পরিষদে পেশ করার জন্য প্রেসিডেন্টকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাতে পারবে।

জাতীয় পরিষদ যদি গভর্ণরের স্বপক্ষে মতানৈক্যের মীমাংসা করে দেয় এবং যদি আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য গভর্ণরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট একমত হন তবে গভর্ণর প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন।

নিরাপত্তামূলক আটক সংক্রান্ত কোন বিলই অথবা বিলের সংশোধনী প্রেসিডেন্টের পূর্বানুমতি ব্যতীত জাতীয় পরিষদে এবং গভর্ণরের পূর্বানুমতি ব্যাতিরেকে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে পেশ অথবা আলোচনা করা চলবে না।

বিচার বিভাগ

সুপ্রিম কোর্ট ঃ

একজন প্রধান বিচারপতি এবং আইন মোতাবেক নির্ধারিত অপর কয়েকজন বিচারপতি সমবায়ে গঠিত পাকিস্তানের একটি সুপ্রিম কোর্ট থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তাঁর স্ববিবেচনানুযায়ী নিযুক্ত হবেন কিন্তু অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করার পর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

ঢাকায় সুপ্রিম কোর্টের অধিবেশন ঃ

ইসলামাবাদে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট যে স্থান নির্বাচন করে দেবেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেই স্থানেই কোর্টের অধিবেশন বসবে। কিন্তু বৎসরে অন্ততঃ দু'বার এই কোর্টের অধিবেশন ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনের মেয়াদকাল প্রধান বিচারপতি যেমন বিবেচনা করবেন তদনুযায়ী নির্দিষ্ট হবে।

সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার ঃ

(১) মৌলিক এখতিয়ার—কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার অথবা দুই প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে যদি এই বিরোধের মধ্যে আইনগত অথবা বাস্তব এমন কোন প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে যার উপর আইনগত অধিকারের অস্তিত্ব নির্ভরশীল তবে, অথবা এই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে এই শাসনতন্ত্রের ধারাসাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্টের মৌলিক এখতিয়ার থাকবে। অন্য আর কোন আদালতেরই এই এখতিয়ার থাকবে না। এই এখতিয়ারভুক্ত ক্ষমতার ব্যবহারকালে সুপ্রিম কোর্ট কেবলমাত্র ঘোষণামূলক রায় দান করবেন।

(২) আপীল সংক্রান্ত এখতিয়ার—হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, কোন মামলার সঙ্গে এই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার ন্যায় আইনের কোন মৌলিক প্রশ্ন জড়িত অথবা হাইকোর্ট যদি কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দান করেন অথবা আদালত অবমাননার জন্য কাউকে শাস্তি দেন তবে সুপ্রিম কোর্টের আপীল সংক্রান্ত এখতিয়ার অনুযায়ী হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ অথবা শাস্তির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার অধিকার থাকবে।

(৩) উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার—যদি কোন সময় প্রেসিডেন্ট আইনের কোন প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ মনে ক'রে আদালতের বিবেচনার জন্য পেশ করেন এবং এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানতে চান তাহলে সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ারও থাকবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, আদেশ অথবা ডিক্রী সমগ্র পাকিস্তানে কার্যকরী হবে এবং যখন এই নির্দেশ, আদেশ অথবা ডিক্রী কোন একটি প্রদেশে কার্যকরী করার প্রয়োজন পড়বে তখন এই নির্দেশ, আদেশ অথবা ডিক্রী এমনভাবে কার্যকরী করতে হবে যেন এই নির্দেশ, আদেশ অথবা ডিক্রী উক্ত প্রদেশের হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে।

হাইকোর্টসমূহ ঃ

প্রত্যেক প্রদেশে একজন প্রধান বিচারপতি এবং আইন মোতাবেক নির্ধারিত অপর কয়েকজন বিচারপতি সমবায়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট থাকবে। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গভর্ণর এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সংগে পরামর্শের পর প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

হাইকোর্টের এখতিয়ার ঃ

যদি কোন প্রাদেশিক হাইকোর্ট কোন বিষয়ে বিশেষভাবে জানতে পান যে, বিষয়টি সম্পর্কে আইনে আর কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাহলে উক্ত হাইকোর্ট বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাদী পক্ষের আবেদনক্রমে প্রদেশের কোন ব্যক্তি বা সরকারী সংস্থাকে এমন কোন কাজ থেকে বিরত থাকবার বা করবার আদেশ দিতে পারবেন, যা আইন অনুসারে ঐ ব্যক্তি বা সংস্থা করতে পারে না বা করতে বাধ্য। উপরোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট প্রদেশের কোন ব্যক্তি বা সরকারী সংস্থার কোন কাজ বা অভিযোগকে আইনসঙ্গত বা আইন বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে পারেন এবং আইনের চোখে এটা মূল্যহীন বলেও রায় দিতে পারবেন। কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট এ-নির্দেশও জারী করতে পারবেন যে, প্রদেশে কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হলে তাকে যে আইনসঙ্গত ক্ষমতা ছাড়া বেআইনী উপায়ে গ্রেফতার করা হয়নি, এ-বিষয়ে কোর্টকে নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ দানের জন্যে তাকে উক্ত কোর্টে হাজির করতে হবে এবং প্রদেশের কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত অথবা অধিষ্ঠিত বলে নিজে দাবী করেন এমন ব্যক্তিকে কোর্টে প্রমাণ দিতে হবে, তিনি কোন্ আইন বলে উক্ত পদ দাবী করেন।

www.ahlehadeethbd.org

সর্ব্বোচ্চ বিচার পরিষদ ঃ

প্রেসিডেণ্ট সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠন করবেন। এর সদস্য হবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, চাকরির হিসেবে তাঁর পরেই সবচেয়ে প্রবীণ উক্ত কোর্টের আরো দু'জন বিচারপতি এবং প্রত্যেক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে। পরিষদ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলির বিচাপতিদের আচার-আচরণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন এবং উক্ত বিচারপতিরা এই নিয়মাবলী মানতে বাধ্য থাকবেন। দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতা বা গুরুতর অসদাচরণের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচাপতিদের ক্ষমতা বা আচরণ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করবার জন্যেও প্রেসিডেণ্ট পরিষদকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন ঃ

প্রেসিডেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং প্রত্যেক প্রদেশের গভর্ণর নিজ নিজ প্রদেশের সরকারের জন্যে একটি করে প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করবেন। কমিশনসমুহের দায়িত্ব হবে আপন আপন এখতিয়ারভুক্ত এলাকাগুলির বিভিন্ন চাকরি ও পদে নিয়োগের জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষাদি গ্রহণ করা এবং প্রার্থীর যোগতা, নির্বাচনের পন্থা, নিয়োগ, পদোন্নয়ন ও বদলির নিয়ম-কানুন সম্পর্কে এবং চাকুরী-কালে আহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ ও শাস্তিমুলক ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন চাকরির মেয়াদ ও শর্ত বা পেনসনের অধিকার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া। কমিশনসমূহের সদস্য সংখ্যা, দফতরের কর্মচারীর সংখ্যা ইত্যাদি এবং চাকরির মেয়াদ ও ও শর্তাবলী প্রেসিডেণ্ট বা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গভর্ণর নির্ধারিত করবেন।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন ঃ

বর্তমান শাসনতন্ত্র সংশোধন করবার জন্যে জাতীয় পরিষদে কোন বিল উত্থাপিত হলে উক্ত বিল যদি পরিষদের মোট সদস্যের অন্ততঃপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা গৃহীত না হয়, তাহলে পরিষদ তা প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনের জন্যে পেশ করতে পারবেন না। সংশোধনী বিলে প্রেসিডেণ্ট মত দিতেও পারেন বা অনুমোদন স্থগিতও রাখতে পারেন কিংবা পুনর্বিবেচনার জন্যে প্রস্তাবটি পরিষদে ফেরতও পাঠাতে পারবেন।

প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনের জন্যে কোন বিল তাঁর কাছে পেশ করা হলে তিনি যদি ৩০ দিনের মধ্যে তা অনুমোদন না করেন, তাহলে জাতীয় পরিষদ বিলটি পূর্বের অবস্থায় বা সংশোধন করে পরিষদের মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশের ভোটে পাশ করে পুনরায় প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনের জন্যে পাঠাতে পারবেন।

প্রেসিডেণ্ট যদি কোন বিল জাতীয় পরিষদে ফেরত পাঠান, তাহলে পরিষদ বিলটি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করবেন এবং তারপর উক্ত বিল যদি সংশোধিত আকারে বা বিনা সংশোধনে মোট সদস্যের অন্ততঃপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে আবার গৃহীত হয় (অথবা যেসব বিলের জন্যে তিন-চতুর্থাংশ ভোটের প্রয়োজন, সেগুলি উক্ত সংখ্যক ভোটে গৃহীত হয়), তাহলে বিলটি পুনরায় প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনের জন্যে পাঠাতে হবে।

প্রেসিডেণ্ট বিল পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে তা অনুমোদন করবেন কিংবা অনুমোদন করা সঙ্গত কিনা তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে জনমত যাচাই করবেন। যদি বিল সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের সময় নির্বাচকমণ্ডলীর মোট সদস্যের গরিষ্ঠ সংখ্যক উক্ত বিলের পক্ষে ভোট দেয় তবে ধরে নিতে হবে যে, জনমত সংগ্রহের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার দিন প্রেসিডেণ্ট বিলটি অনুমোদন করেছেন।

শাসনতন্ত্র সংশোধনী বিলে যদি কোন প্রদেশের সীমা পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়, তাহলে বিলটি সংশ্লিষ্ট প্রদেশের পরিষদের কোন প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত তথা মোট সদস্যের অন্ততঃপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পাশ না হলে জাতীয় পরিষদ পাশ করতে পারবে না।

ইসলামী আদর্শ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

প্রেসিডেণ্ট ইসলামী আদর্শের জন্যে একটি উপ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেষ্টা পরিষদ এবং ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করবেন। ইনষ্টিটিউটের কাজ হবে "ইসলামী বিষয়াদি সম্পর্কে গবেষণা করা ও প্রকৃত ইসলামী ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের পুনর্গঠনে সহায়তা করবার জন্যে ইসলামী আইন মোতাবেক নির্দেশ দেওয়া'।

পরিষদ পাকিস্তানী মুসলিমদের ইসলামী নীতি ও ধারণা অনুযায়ী জীবন গঠনে সহায়তা করার জন্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ জানাবেন। প্রস্তাবিত কোন আইন-প্রণয়নের মূলনীতি উপেক্ষা বা ভঙ্গ করে কিনা বা উক্ত নীতির পরিপন্থী কিনা, এ সম্পর্কে পরিষদের মতামত চাওয়া হলে তাঁরা জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদ, প্রেসিডেন্ট কিংবা গভর্ণরকে পরামর্শ দান করবেন।

উপদেষ্টা কাউন্সিলের সংগঠন ঃ

উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়নের কালে যাতে ইসলাম এবং দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও শাসনকার্য সম্পর্কে জ্ঞান ও সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এতে স্থান পায় সে বিষয়ে প্রেসিডেন্টের যথাযথ লক্ষ্য থাকবে।

কার্যবিধি ঃ

কাউন্সিলের কার্য নির্বাহের জন্য রচিত নিয়মকানুন সমূহে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন জরুরী হবে।

শাসনতন্ত্রে ব্যাখ্যার জন্য জরুরী সংজ্ঞাসমূহ ছাড়াও শাসনতন্ত্রের শেষাংশে নিম্নোক্ত বিধান রয়েছে যথা ঃ—

(ক) দুই রাজধানী—"ঢাকা রাজধানী এলাকা" যা হবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রধান কেন্দ্র"—এবং "ইসলামাবাদ রাজধানী এলাকা" যা হবে "কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কেন্দ্র"—এবং

(খ) দুইটি জাতীয় ভাষা হবে বাংলা ও উর্দু, তৎসহ আগামী দশ বছর অফিস সংক্রান্ত ও অন্যান্য ব্যাপারে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা যাবে। দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালে ইংরেজী ভাষার স্থলাভিষিক্তকরণ সম্পর্কিত প্রশ্ন বিবেচনা ও রিপোর্ট প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক একটি কমিশন গঠন করা হবে।

কাশ্মীর সম্পর্কিত সরকারী নীতি নিম্নোক্তভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ—

"জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জনগণ যদি পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে তাহলে ঐ রাজ্যের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী পাকিস্তান ও ঐ রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হবে।"

এই শাসনতন্ত্রে "পাকিস্তানের নিরাপত্তা" বলতে "পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের প্রত্যেক অংশের নিরাপত্তা, কল্যাণ, স্থায়িত্ব এবং অখণ্ডতা-ই ধরা হয়েছে—বাক্যার্থে জন-নিরাপত্তা এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।"

www.ahlehadeethbd.org

সোশ্যালিজম ও ইসলাম

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সোশ্যালিজমের বাহ্যিক চাকচিক্যে প্রভাবান্বিত হয়ে কতিপয় লোক ইসলাম ও সোশ্যালিজমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে সোশ্যালিজম ও ইসলামের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্যই নাই, এরা হয় দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত নয় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও সোশ্যালিজমের মধ্যে খুঁটিনাটি পার্থক্যের চেয়ে মৌলিক ব্যবধানই বেশী। কারণ সোশ্যালিজম "বস্তুবাদের" (materialism) উর্ধে অন্য কোন সত্ত্বার স্বীকৃতিদান করতে রাজী নয়। পক্ষান্তরে, ইসলাম মানুষের কাছে এমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ হকিকতের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানায় যা মানুষের জ্ঞানের ত্রিসীমার উর্দ্ধে। ইসলামের সমস্ত শিক্ষা অদৃশ্য আল্লাহর অস্তিত্ব (ইমান বিল্ গায়েব) এবং কিয়ামতের উপরে বিশ্বাস স্থাপন—এ দুয়ের উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি মুসলমানই হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর জাত (সত্বা) ও সেফাত (গুণাবলী) এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন ও হিসাব নিকাশের দিনের উপরে দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন না করে। অপরপক্ষে ঠিক এরই উল্টো, কোন ব্যক্তি কম্যুনিষ্ট পার্টিতে ভর্তি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের অস্তিত্ব অস্বীকার না করে।

সোশ্যালিজম ও ইসলামের মধ্যে বিশ্বাসগত এ মৌলিক পার্থক্য অবগত হওয়ার পর প্রশ্ন উঠে যে, জীবনযাত্রা নির্বাহ সম্পর্কিত ব্যাপারে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? একটু চিন্তাসহকারে দেখলে বোঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রেও ইসলাম ও সোশ্যালিজমের ব্যবধান পর্বত সম। সোশ্যালিজম আর্থিক উন্নতিকেই মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য বলে ঠাহর করে থাকে। বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি ও আর্থিক সমতা বিধানই এর একমাত্র লক্ষ্য। পক্ষান্তরে জীবিকার্জ্জন এবং ধন-দওলতের উন্নতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আদতে কোন লক্ষ্যই নয়। তবে হ্যাঁ, লক্ষ্যস্থলে পৌছার উপকরণ মাত্র। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ পৃথিবীর বুকে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি স্বরূপ; এ হিসেবে তার দায়িত্ব হল এই যে, সে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সেফাত বা গুণাবলীর নৈকট্যলাভ করতে থাকবে। অতএব আল্লাহ যেমন বিশ্বের রূজীদাতা, তিনি যেমন অতল সমুদ্রের গর্ভে অবস্থিত জীবসমূহকে রেজক দান করছেন, তিনি যেমন পাথরের ভিতরে বসবাসকারী কীটপতঙ্গকে খোরাক দান করছেন, ঠিক তেমনিভাবে মানুষকেও শুধু নিজে উদরপূর্ণ করে খেয়ে ফুলশয্যায় আরাম করলে চলবে না বরং আল্লাহর ক্ষুধিত মাখলুকের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়াও তার কর্তব্য হবে। আল্লাহ যেমন গফুর ও রহিম, তিনি যেমন সারা বিশ্বকে তাঁর অজস্র করুণারাশি দ্বারা সিক্ত করে রেখেছেন, অনুরূপভাবে মানুষকে শুধু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খড়্গহস্ত হয়ে থাকলে চলবে না বরং জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে। এ ত গেল ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর তার সামাজিক দায়িত্ব হল এই যে, সে সমাজের বুক হতে মানুষের রচিত আইন কানুন তুলে দিয়ে তথায় আল্লাহর বিধান প্রবর্তন করার জন্য জদ্দ ও জেহাদ করবে, সমাজে আল্লাহর আইন প্রবর্তন করতে গিয়ে যদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে হয় অথবা যদি তার সংস্কার হয়ে যায় তবে তা হবে গৌণ এবং উক্ত বৃহত্তর প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত, অন্যথায় অর্থনৈতিক সংস্কারই এর মূল উদ্দেশ্য নয়। অতএব কোন বিশেষ শ্রেণীর সহিত ইসলামের কোন শত্রুতা নেই অথবা ইসলাম নির্ধন শ্রেণীকে ধনীদের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিরূপ মনোভাব পোষণের তালিমও দেয় না। শ্রেণী হিসেবে বুর্জুয়াদের প্রতিও ইসলামের কোন ঘৃণা নেই। সে চায় ইস্‌লাহ। যে শ্রেণীর মধ্যে যে দোষ আছে তার সে দোষ সংশোধন করে খাঁটি ও নিখুঁত শ্রেণী গড়ে তোলাই ইসলামের কাম্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে দওলতকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের কুক্ষিগত হতে সে দিতে চায় না বটে কিন্তু সে এ কথাও চায় না যে, ধনীদের মাথার উপরে বেয়নট তুলে ধরে তাদের ধনভাণ্ডার কেড়ে নেওয়া হোক অথবা লুট-তরাজ করে তাদেরকে পথের ভিখারী করে দেওয়া হোক। বরং সে চায় মানুষের চারিত্রিক সুকুমার বৃত্তিগুলির এমন উন্নতি সাধন করতে যার ফলে মানব সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি ও ভাতৃত্বভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে এবং ভাইয়ের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাকে অর্থনৈতিক সাহায্য করার জন্য আকুল ব্যাকুল অন্তরে ছুটে আসে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশের ধন-দওলত মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের কুক্ষিগত হতে না পারে বরং সমাজের অধিকতর সংখ্যক লোকের হাতে উহা পর্যায়ক্রমে ঘুরতে থাকে এবং লোকেরা উহা হতে উপকৃত হতে পারে—এ কথা আল্-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। আল্-কুরআন বলেছে :—

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم

গ্রামবাসীদের (ধন দওলতের) যা কিছু আল্লাহ তাঁর রসূল-কে "ফয়" স্বরূপ দান করেছেন, তা আল্লাহ, রসূল, (রসূলের) সহিত রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন, য়াতিম মিসকিন, মুসাফেরদের জন্য, (এ ব্যবস্থা এজন্য করা হয়েছে যে,) যেন উহা ঘুরে ফিরে শুধুমাত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে।

উদ্ধৃত আয়াতের শেষাংশে এ কথা সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, জাতীয় আয় কোন শ্রেণী বিশেষের হক নয় বরং উহার মধ্যে সমাজের প্রত্যেকটী শ্রেণীর সমান অধিকার রয়েছে। ইসলাম ধনতন্ত্রবাদের সে দৃষ্টিভঙ্গির মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করেছে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধনতন্ত্রবাদীরা বল্‌গাহীন ভাবে ধন উপার্জ্জন করে থাকেন কিন্তু খরচ করার বেলায় তাঁদেরকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত-চিত্ত হতে দেখা যায়। ইসলাম ধন উপার্জনে কোন বাধা দেয় না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলে যে, ধন-উপার্জন করে স্তূপীকৃত করার অধিকার তোমার নেই অথবা শুধুমাত্র নিজের বিলাস সাধনের জন্য যদৃচ্ছ খরচ করার অধিকারও তোমার নেই। নামাজ ও রোজা ছাড়া আল-কুরআনে অন্য কোন বিষয়ের প্রতি এত তাকিদ দেওয়া হয় নি যেমন দেওয়া হয়েছে আল্লাহর রাহে খরচ করার উপরে। এমন কি যারা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধন-দওলত স্তূপীকৃত করে রাখে এবং উহা আল্লাহর রাহে খরচ করতে সঙ্কোচ বোধ করে তাদেরকে চূড়ান্তভাবে শাসিয়ে বলা হয়েছে :—

যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং উহা আল্লাহর রাহে খরচ করে না তাদেরকে কঠিন শাস্তিদায়ক আজাবের খোশ-খবর দাও। যে দিন উহা দোজখের আগুনে গরম করা হবে এবং তাহাদের কপালে, পার্শ্বে ও পীঠে উহার দ্বারা দাগ দেওয়া হবে। (এবং বলা হবে) এই সেই (ধন) যা তোমরা তোমাদের উপকারার্থে সঞ্চয় করেছিলে। অতএব যা সঞ্চয় করে ছিলে তার স্বাদ গ্রহণ কর।

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم' يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم' هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون ۰!

অন্যত্র বলা হয়েছে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাহে তার প্রিয়তম ধন বিতরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিছুতেই মঙ্গলের অধিকারী হতে পারেনা।

لن تنالوا البر حتى تنفقوا لما تحبون

যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয়তম বস্তু খরচ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই মঙ্গলের অধিকারী হতে পারবে না।

ধন বণ্টন ব্যবস্থায় সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এবং অধিক সংখ্যক লোকের হাতে ধন পোছানোর উদ্দেশ্যে ইসলাম "খান্দানী" ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা অপরিহার্য বলে মনে করেছে, কারণ দুনিয়ার আর সব বন্ধন শিথিল হতে পারে, কিন্তু রক্তের বন্ধন এত মজবুত যে তা কোন দিনই ছিন্ন হয় না। সমাজতন্ত্রবাদীরাই হোক আর সাম্যবাদীরাই হোক সমাজের বুকে বহু পরিবর্তন সাধন করেছেন কিন্তু মানুষকে তাদের রক্ত সংশ্রবের মোহ হতে মুক্ত করতে পারেন নি। যেখানেই দশজন লোকের বসবাস সেখানেই দেখা যায় কেউ পিতা, কেউ মাতা, কেউ ভাই, কেউ ভগ্নি, কেউ শ্বশুর, কেউ জামাতা, আর এ সব সম্বন্ধের দরুন পরস্পরের মধ্যে এক নিবিড় ভাব, ভালবাসা ও স্নেহ। ইসলাম মানুষের এ প্রকৃতিগত সম্বন্ধকে সামাজিক ও চারিত্রিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে এবং মানুষ স্বভাবতঃ যাদেরকে সাহায্য করতে উদ্যত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাকিদ জানিয়েছে :—

قل ماانفقتم فللوالدين والاقربين

বল, তোমরা যা খরচ কর তা তোমাদের মা-বাপ এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করিও।

ফিৎরত বা স্বভাব ধর্ম ইসলামে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে এমনভাবে ধর্মীয় অনুশাসনের গণ্ডীতে আনা হয়েছে যে তা দেখে চমৎকৃত হতে হয়। ইসলাম যদি মা-বাপ এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে সাহায্য করা অপরিহার্য নাও করে দিত, তবুও মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত হত। ইসলাম মানুষের এ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুমোদন করে উহাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করার জন্য ফরজ বলে ঘোষণা করেছে। আল্-কুরআনের বহু জায়গায় যেখানে আল্লাহর রাহে খরচ করার কথা বলা হয়েছে সেখানে খুব তাকিদের সহিত বলা হয়েছে যে, উহা আত্মীয় স্বজনদেরই প্রাপ্য।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তকলীদ

—মতিউর রহমান

তকলীদের আভাষঃ

সুধী পাঠকদের ইহা অবিদিত নহে যে, ইছলামের প্রাথমিক যুগ হইতে তিনশত বৎসরের মধ্যে দুনিয়ায় কোনরূপ তকলীদের নামগন্ধও ছিলনা, মযহব চতুষ্টয়ের সৃষ্টি আরও অনেক পরের ব্যাপার। রসুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখে উচ্চারিত খায়রুল কুরূণ (স্বর্ণযুগ) সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুরআন ও হাদীছের সহিত মুছলমানের পূর্বেকার দৃঢ় সম্পর্ক শিথিল হইতে আরম্ভ হয় এবং মুছলমানগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। একদল পুর্ববৎ কুরআন ও হাদীছকে আঁকড়িয়া থাকেন এবং তাহারা আহলুল হাদীছ বা আছহাবুল হাদীছ নামে খ্যাত হন। পক্ষান্তরে অপর দল নিজেদের রায় ও ইমামদের মতকে প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করেন। ফলে, হাদীছের সহিত তাহাদের সম্পর্ক দুর্বল হইতে থাকে এবং উত্তর কালে তাহারা আহলুর্রায় বা আছহাবির্রায় নামে খ্যাতি লাভ করেন। ধীরে ধীরে মানুষের উক্তি বা ইমামগণের মতের মানদণ্ডে হাদীছকে যাচাই করার যুগ উপস্থিত হয় এবং তকলীদের প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে থাকে, এমন কি কোন কোন গোঁড়া প্রকৃতির লোক রায় দ্বারা হাদীছের রদ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। এখন স্বভাবতঃ মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই তকলীদ কি আর ইহার পরিচয়ই বা কি?

তকলীদের অর্থ

তকলীদের আভিধানিক অর্থ এই যে, "গলায় গলাবন্ধ লাগান, কাহারও জিম্মাদারীতে কাজ করা এবং নিজের স্কন্ধে কোন কাজ গ্রহণ করা। আর উহার মজাযী অর্থ হইতেছে এই যে, না বুঝিয়া কোন লোকের তাবেদারী করা। ছুরাহ-কোরাহ ১৪৩ পৃঃ; গায়ছ ১০৩ পৃঃ; আলমুনজিদ ৬৮৭ পৃঃ। قلادة কালাদাহ গলার তকমা قلائد উহার বহুবচন।

পক্ষান্তরে শরীয়তের পরিভাষায় তকলীদের তাৎপর্য সম্বন্ধে মোল্লা আলী কারী হানাফী শরহে কছীদাহ আমালীর ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

التقليد قبول قول الغير بلا دليل

فكانه لقبوله جعله قلادة فى عنقه

অর্থাৎ বিনা প্রমাণে কোন লোকের কথা কবুল করিয়া লওয়াকে তকলীদ বলা হয়। অতএব মুকাল্লেদ স্বীয় ইমামের কথা (বিনা প্রমাণে) গ্রহণ করিয়া যেন উহাকে নিজের গলায় তকমা স্বরূপ পরিধান করিয়া লইয়াছে।

মুছাল্লামুছছুবুত ও শরহে বাহরুল উলুমের ৬২৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে,

التقليد العمل بقول الغير من غير حجة

বিনা দলিলে অপর কোন লোকের উক্তির প্রতি আমল করাকে তকলীদ বলা হয়।

মুল্লা হাছন শরন্বলালী হানাফী (রঃ) ইকদুল ফরীদে যাহা বলিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

"যাহার কথা শরীয়তের চারি দলিলের অন্তর্ভুক্ত নহে এরূপ লোকের কথার উপর বিনা দলিলে আমল করাকে প্রকৃত তকলীদ বলে অর্থাৎ যাহার কথার উপর আমল করার কোন শরয়ী দলিল নাই। অতএব রসুলের (দঃ) কথা এবং প্রামাণ্য ইজমা গ্রহণ করাকে তকলীদ বলেনা, এই জন্য যে, ইহা শরীয়তের দলীলের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন মি'য়ারুলহক ৩৬ পৃঃ। 'মুগ্‌তানেমুল ছুলে' ফাজেল কান্দাহারী বলিয়াছেন, "যাহার কথা শরীয়তের দলীল সমূহের পর্যায়ভুক্ত নহে, সেইরূপ লোকের কথা বিনা দলীলে আমল করাকে তকলীদ বলে। "কাজেই আঁ-হুজুরের (দঃ) ফরমান ও ইজমার দিকে ফিরিয়া যাওয়া অর্থাৎ হাদীছ ও ইজমার কথা গ্রহণ করা তকলীদ পর্যায়ভুক্ত হইবেনা।"…দেখুন মি'য়ারুলহক ৩৭ পৃঃ।

Contents

তকলীদ কখন হইতে আরম্ভ হইল

ভারতগুরু শাহ্ অলিউল্লাহ স্বীয় 'হুজ্জাতুল্লাহেল-বালেগা' গ্রন্থে বলিয়াছেন

اعلم ان الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجتمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد

অর্থাৎ হিজ্‌রী ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা নির্দিষ্ট একই মযহাবের খালেছ তকলীদ করার উপর একত্রিত ছিলনা। অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (দঃ) সময় হইতে চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট মযহাবের সৃষ্টি হয় নাই, বরং চতুর্থ শতাব্দীতে তকলীদ বা মযহাবের সৃষ্টি হইয়াছে।—১ম খণ্ড, ২৫২ পৃঃ।

শাহ্ আবদুল আযীয ছাহেব বলিয়াছেন. ইমাম মালেকের সময় পর্যন্ত লোকদের মধ্যে এক মযহবের তকলীদের রীতি দৃঢ় হয় নাই।—রওযুরিয়াহীন তরজমা বুস্তানুল মোহাদ্দেছীন, ১৭ পৃঃ। ইলামুল মোআক্কেঈন ১ম খণ্ড ২২২ পৃষ্ঠায় আছেঃ তকলীদের এই বিদ্‌আত (হিজরী) চতুর্থ শতকে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ এই জমানার কুৎসা রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র মুখে উচ্চারিত হইয়াছে।—দেখুন হকীকাতুল ফিক্‌হ, ৩০ পৃঃ।

তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাযের ২০২ পৃষ্ঠায় যাহা বলা হইয়াছে তাহার সারমর্ম এই যে, সেই সময়ে আহ্‌লেরায়গণের ইমাম ও ফকীহদের একদল আর কতিপয় মো'তাজেলা, শিয়া ও যুক্তিবাদীদের ইমাম এইরূপ মওজুদ ছিল যাহারা শুধু নিজেদের জ্ঞানের অনুসরণ করিত এবং ছলফ (ছাহাবা ও তাবেঈদের) হাদিছের সহিত দৃঢ় সম্পর্কের যে তরীকা ছিল তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিল। এই সময় হইতেই দুনিয়ায় তকলীদের প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। পক্ষান্তরে ইজতিহাদ ও স্বাধীন চিন্তধারা বিলুপ্ত হইতে লাগিল।—হকিকাতুল ফিক্‌হ, ৪১ পৃঃ। অতএব উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইল যে, রসূল করীম (দঃ) এর যমানা হইতে খয়রুল করুণের তিন উত্তম যমানা পর্যন্ত মুহলমানদের মধ্যে তকলীদের নামগন্ধই ছিলনা। উত্তম যমানার পর অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীতে তকলীদ বা অন্ধ বিশ্বাসের আবিষ্কার হইয়াছিল।

তকলীদের কারণ সমূহ

১। শাহ ছাহেব ইন্‌ছাফ কেতাবের ৮৮পৃষ্ঠায় তক্‌লীদের কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই ঃ তকলীদের প্রধান কারণ হইতেছে ফোকাহাদের পারস্পরিক ঝগড়া আর বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত হওয়া। যখন তাহাদের মধ্যে ফত্‌ওয়া দেওয়ার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল তখন কেহ কোন বিষয়ে ফত্‌ওয়া দিলে উহার প্রতিবাদ করা হইত। ফলে, তখনই পূর্ববর্তীদের মীমাংসার উপরে নির্ভর করা ছাড়া সাধারণ লোকদের অন্য কোন উপায় ছিলনা। এইরূপে তকলীদের বীজ বপন করা হইল।

২। কাযীদের অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব। কাযীগণ নিজ নিজ গুরুর মতানুসারে ফৎওয়া প্রদান করিয়া এবং যাহারা তাহাদের মতাবলম্বী, শুধু তাহাদের মধ্যে চাকরী বাকরী বণ্টন করতঃ সাধারণ লোকদিগকে নিজেদের দলে ভিড়াইলেন এবং নির্দিষ্ট এক একটি মত গ্রহণ করিয়া তাহাতেই নির্ভর করিতে লোকদিগকে বাধ্য করিলেন।

৩। শরীয়ত সম্পর্কে যাহারা অভিজ্ঞ ছিলনা তাহাদের উপরই নেতৃত্বের ভার পড়িল আর তাহারা অজ্ঞতা সত্বেও মছআলা মছায়েল সম্বন্ধে ফৎওয়া প্রদান করিতে লাগিল। অথচ কোরআন ও হাদীছ হইতে মছআলা গ্রহণ করার মত তাহাদের যোগ্যতাও ছিলনা আর তাহারা সেই জন্য চেষ্টাও করিতনা। সুতরাং তাহাদের পক্ষে শুধু অপরের উক্তি নকল করা ছাড়া কোন গতি ছিলনা। এইরূপ লোকের ফত্‌ওয়া গ্রহণ করিয়া মুছলিম জনসাধারণ দলীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। যাহারা প্রকৃত মুজতাহিদ ছিলনা তাহারাই মুজতাহিদগণের আসন গ্রহণ করিল এবং যাহারা ফত্‌ওয়া প্রদানের যোগ্য নহে তাহারা মুফ্‌তি সাজিয়া বসিল এবং এইরূপ লোকের অনুসরণ করিয়া সাধারণ মুসলমানেরা দলীয় তাআছ্ছুবে (গোড়ামীতে) পতিত হইয়া নির্দিষ্ট মযহাবের তকলীদ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল।

অর্থাৎ—তকলীদের উপর ইত্‌মিনান বা নির্ভর করিয়া বসিল এবং কোন আমেলের কথা কোরআন

www.ahlehadeethbd.org

ও হাদিসের বিপরীত কিনা তাহা পরীক্ষা করার আবশ্যকতা তাহারা অনুভব করিল না।

তবলীদের প্রগতি

প্রধানতঃ কাযীদের প্রভাবেই বর্তমানের প্রচলিত মযহব চতুষ্টয় কায়েম হইয়াছে। বিশেষতঃ হানাফী মযহব ইমাম আবু ইউছুফের দ্বারাই অধিক উন্নতি ও প্রসার লাভ করিয়াছে। হযরত শাহ ছাহেব হুজ্জাতুল্লাহ গ্রন্থে (১) ১৪৬ পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই মহামূল্যবান আলোচনার সারৎসার এই যে, ইমাম আবু হানীফার (রঃ) শাগরেদদের মধ্যে ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) অধিক মশহুর হইয়াছিলেন। খালিফা হারুণ রশীদের সময় তিনি কাযীউলকুযাত বা প্রধান বিচারপতির আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কারণে ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মযহব প্রসারিত হইতে লাগিল এমন কি এরাকের চারিদিকে খোরাছান এবং নদীপার পর্যন্ত হানাফী মযহাব বিস্তার লাভ করিল।

কোরআন ও তফছীর হইতে তবলীদের রদ্দ

১ম আয়াত ঃ—আল্লাহ পাক বলিয়াছেন,

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله

অর্থাৎ—ইয়াহুদ ও নাছারাগণ আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের আলেম ও দরবেশদিগকে রবরূপে গ্রহণ করিয়াছে।—ছুরা তওবাহ।

উক্ত আয়াতের তফছীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী স্বীয় তফছির কবীরে বলিয়াছেন, "অধিকাংশ তফ্‌ছিরকাররা বলেন যে, আরবাবের (খোদা সকল) অর্থ এই নহে যে, ইয়াহুদ ও নাছারাগণ তাহাদের মওলবী ও দরবেশদিগকে দুনিয়ার রবরূপে বিশ্বাস করিত। বরং উহার অর্থ এই যে, তাহারা তাহাদের মওলবী ও দরবেশদের আদেশ ও নিষেধসমূহের এরূপ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা যাহাই বলিত অন্ধ হইয়া তাহারা তাহাই মান্য করিত। নাছারাদের বিশিষ্ট আলেম হযরত আদী বিন হাতেম ইছলাম গ্রহণের পর একদা রসুলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইলেন, তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) ছুরা তওবার উল্লিখিত আয়াত পাঠ করিতেছিলেন। আয়াতটি শ্রবণ করতঃ হযরত আদী আরয করিলেন, হুজুর (দঃ), আমরা ত' তাহাদের পূজা করিতামনা। হুজুর (দঃ) বলিলেন, পূজা করিতে না ঠিক কিন্তু ইহা কি সত্য নহে যে, তোমাদের আলেমরা আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন তা হালাল এবং তোমরাও তাহাকে হালালরূপে গ্রহণ করিতে, পক্ষান্তরে আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন তোমাদের আলেমেরা তাহাকে হারাম করিয়া দিত আর তোমরা উহাকে হারামরূপেই কবুল করিতে? আদী বলিলেন, জী হ্যাঁ, ইহা সত্য।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, ইহাই তাহাদের রবরূপে গ্রহণ করার তাৎপর্য। তফছীর কবীর (২) ৬২৩ পৃষ্ঠা; তফছির বয়যাভী মিছরী ১৯৪ পৃষ্ঠা; মাদারেক সহ খাজিন ২১৯—২০ পৃষ্ঠা।

২য় আয়াত ঃ আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

যখন তাহাদিগকে (কাফিরদিগকে) বলা হয়, আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার পয়রবী কর তখন তাহারা বলে, বরং আমরা আমাদের আছলাফ—পূর্ববর্তীদের যে রছম-রেওয়াজের উপর পাইয়াছি আমরা তাহারই অনুসরণ করিব।—আলবাকারাহ। উক্ত আয়াতের তফছিরে ইমাম রাযী বলিয়াছেন, "কাফিরেরা তকলীদের দ্বারাই আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার বিরোধিতা করিল। অর্থাৎ দলীলের পরিবর্তে অন্ধ অনুসরণ করাকেই তাহারা পসন্দ করিল।—তফছীর কবীর (২)১১৬ পৃষ্ঠা।

৩য় আয়াত ঃ ছুরা যোখরূফে বলা হইয়াছে, পূর্ববর্তী উম্মতের নিকট রছুল আগমন করিলে তাহাদের মধ্যকার খোশহাল লোকেরা বলিত ঃ

انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون

...আমরা আমাদের বাপদাদারই অনুসরণ করিব। এই আয়াতের তফছিরে ইমাম রাযী বলিয়াছেন ঃ

فقد تمسكوا بالتقليد ودفعوا الحجة

www.ahlehadeethbd.org

বস্তুতঃ তাহারা (বাপদাদার) তকলীদকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে এবং দলিলকে রদ করিয়া দিয়াছে। —(৫) ২৭ পৃষ্ঠা ঃ

৪র্থ আয়াত ঃ ছুরা হুদে হযরত শুআয়বের (আঃ) কওমের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছিল ঃ—

يشعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا

হে শুআয়ব, তোমার নামায নির্দেশ দিতেছে কি যে, আমরা আমাদের বাপদাদার মাবুদকে ছাড়িয়া দেই ?

ইমাম রাযী এই আয়াতের তফছিরে লিখিয়াছেন, শুআয়বের (আঃ) কওম ও তকলীদকে মজবুত করিয়া অবলম্বন করার দিকেই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিল যে, আমাদের পূর্ববর্ত্তীদের যে তরীকা ছিল তা আমরা কিরূপে ছাড়িয়া দিব ?

৫ম আয়াত ঃ ছুরা ছফ্‌ফাতে আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

فهم على آثارهم يهرعون

কাফেররা তাহাদের পূর্ববর্ত্তীদের পিছনে দৌড়াইতেছে—তাহাদের অন্ধ অনুকরণ করিতেছে। এই আয়াতের তফছিরে ইমাম রাযী লিখিয়াছেন "ঐসকল লোককে এই জন্য দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে যে, দলীলের পয়রবী পরিত্যাগ করিয়া তাহারা দীন সম্বন্ধে নিজেদের বোজর্গদের তকলীদ করিয়াছিল।"

কোরআনের মধ্যে যদি শুধুমাত্র এই একটি আয়াতই থাকিত তাহা হইলেও তকলীদের কুৎসার পক্ষে যথেষ্ট হইত।

৬ষ্ঠ আয়াত ঃ ছুরা ছাদে বলা হইয়াছে ঃ

ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة

অর্থাৎ আমরা এই (এক খোদা মান্য করার) কথা পূর্ববর্ত্তীদের দীনে শ্রবণ করি নাই। উক্ত আয়াতের তফছিরে লেখা আছেঃ "তকলীদ যদি হক হইত (أو كان التقليد حقا) তাহা হইলে কোরায়েশ কওমের সন্দেহ সঠিক হইত। কিন্তু তাহাদের সন্দেহ বাতিল। কাজেই বোঝা গেল যে, তকলীদও বাতিল। তফছীর কবীর (৭) ১৭৫ পৃঃ।

৭ম আয়াত ঃ ইমাম রাযী হা-মীম যোখরুফের

"إنا وجدنا آباءنا على أمة"

(অর্থাৎ আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগকে এক মতের (মূর্তি পূজার) উপর পাইয়াছি।) আয়াতের তফছীরে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্মানুবাদ এই যে, কোরায়শ গোত্রকে কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য উৎসাহিত করার মূলে তক্‌লীদ ছাড়া অন্য কিছুই ছিলনা। তারপর আল্লাহ বলিয়াছেন, জাহেলদের তকলীদের তরীকা (রাস্তা) কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার (নিয়ম) পুরাতন যামানা হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাফেরদের মযহব ছিল শুধুমাত্র আছলাফ বা পূর্ববর্তীদের তকলীদ করা। আল্লাহ-তায়ালা বারংবার উহার ভ্রান্তি ও বিভিন্ন প্রকারে উহার দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ইহাতে তকলীদের বাতিল ও ভুল হওয়া অকাট্য রূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

৮ম আয়াত ঃ শাহ আবদুল আযীয (রঃ) তফছীর ফতহুল আযীযের ১৩৮ পৃষ্ঠায় ঃ

فلا تجعلوا لله أندادا

"অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ অন্যকে দাঁড় করাইও না"……এই আয়াত এবং পূর্বোল্লিখিত ১নং আয়াতের উল্লেখ করতঃ যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই, ইহা অবহিত হওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা কুফ্‌র এবং শিরক। আর আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত দৃঢ়ভাবে অন্য কাহারও সর্ব বিষয়ে ইতাআত—অনুসরণ করা অসিদ্ধ। দৃঢ়ভাবে কাহারও তাবেদারী করার অর্থ এই যে, কোন লোকের মতের প্রকৃত অবস্থা অবগত না হইয়াই তাহার তকলীদের ফাঁদ নিজের গলায় পরিধান করা এবং তাহার তকলীদকে এইরূপ অপরিহার্য মনে করা যে, যদি আল্লাহর কোন নির্দেশের সহিত সেই লোকের কথায় বিরোধও বাধিয়া যায় তবুও উহা পরিত্যাগ না করিয়া উহাকে আঁকড়াইয়া থাকা। বাস্তবে ইহা এক প্রকারের শির্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই পদ্ধতির কুফল ১নং আয়াতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

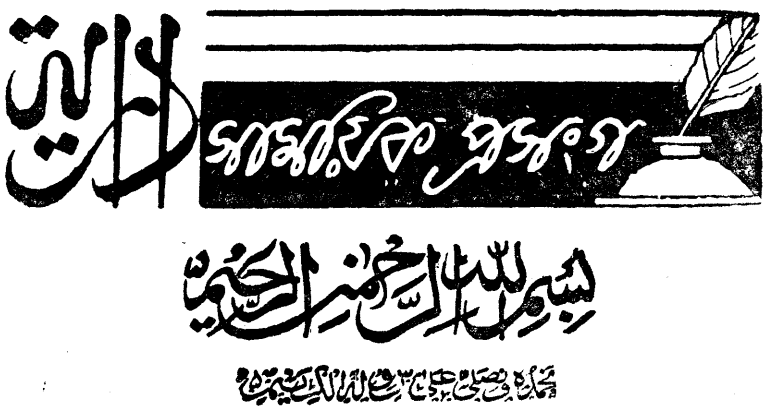

ভিক্ষুক সমস্যা

বিগত দু দুটি বিশ্ব-যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। খাদ্য সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, অর্থ সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা ইত্যাকার বহু সমস্যা। এসব সমস্যার মধ্যে একটি বড় রকমের সমস্যা হচ্ছে ভিক্ষুক সমস্যা। আমাদের দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা উত্তরোত্তর এত দ্রুত বেড়ে চলেছে যে, এর ভবিষ্যৎ পরিণতি কল্পনা করে শরীর শিউরে উঠে। এ সব ভিক্ষুকের আবার শ্রেণী-বিভাগ আছে। এদের মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী আর কতকগুলি মৌসুমী বা Seasonal, কতকগুলি পেটের দায়ে আর কতকগুলি ব্যবসায়ী বা Professional, ভিক্ষুকদের এমন ধারা আরও বহু শ্রেণী বা Category আছে। মৌসুমী বা Seasonal, ভিক্ষুকদেরকে ঈদ-বকরাঈদ, ইত্যাদি জাতীয় পূজা পার্বণের মওকায় বের হতে দেখা যায়। এরা বছরের তন্যান্য সময় পুরা মাত্রায় সংসারের কাজ কর্ম্ম করে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে থাকে আর ঈদ-বকরাঈদ আসার দু' চার দিন আগে চার আনা দামের একটী কিস্তি টুপী মাথায় দিয়ে ফকির সেজে বেরিয়ে পড়ে সদকা খয়রাত আদায়ের উদ্দেশ্যে। ব্যবসায়ী বা Professional ভিক্ষুকদের যে সব কাহিনী মাঝে মাঝে দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়ে থাকে তা দেখে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এমনও শোনা গেছে যে, অধিক পরিমাণে ভিক্ষা পাওয়ার আশায় ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের দল কোলকমতি শিশুদেরকে অপহরণ করে তাদের হাত পা ভেঙ্গে দেয় এবং পরবর্তী কালে এদের দ্বারা ভিক্ষা ব্যবসায় চালিয়ে থাকে। অপরাধের দিক দিয়ে এরা ডাকাতদলের চেয়েও গুরুতর অপরাধী।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, মুসলমানদেরকে ভিক্ষা-বৃত্তির এ দুর্দমনীয় নেশা পেয়ে বসল কি করে? ইসলাম ত কোন দিনই ভিক্ষাবৃত্তির প্রশ্রয় দেয় নি। পক্ষান্তরে, ইসলাম এ কাজকে অত্যন্ত জঘন্য বলে বরাবরই এর নিন্দা করেছে। আঁ-হযরত (দঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা প্রচার করেছেন যে, যে-ব্যক্তি ধন-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করবে ক্বেয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলে গোশতের লেশ মাত্রও থাকবে না। একদা একজন সুস্থ সবল লোক আঁ-হযরতের নিকট এসে "বায়তুলমাল" হতে কিছু সাহায্য যাচ্ঞা করলে তিনি তাকে বলেছিলেন, "তোমার ঘরে কি কিছুই নেই?" ঘরে মাত্র একটী ঘটী আছে জানতে পেরে আঁ-হযরত উহা তলব করতঃ নীলামে বিক্রি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লব্ধ অর্থ দ্বারা লোকটীকে কুড়াল কিনে, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে, উহা বাজারে বিক্রি করে তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করার আদেশ দান করেন। বলা বাহুল্য, লোকটি আঁ-হযরতের (দঃ) নির্দেশমত কাজ করায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠে।

ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে ইসলামের মনোভাব যাই থাক না কেন, মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা যে দিন দিন বেড়ে চলেছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মূল কারণ হচ্ছে ধন-বণ্টনে অসাম্য, অন্ন-বস্ত্রাভাব, কার্যকরী শিক্ষার অভাব, আলস্য, শ্রম-বিমুখতা ইত্যাদি। এরই সঙ্গে আর একটী করণ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তা হল বায়তুল মালের বণ্টন, যে সব লোকের হাতে বয়তুল মাল বণ্টনের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তাঁরা উহার যথাযথ সদ্ব্যবহার না করে হকদার ও গয়র-হকদার নির্বিশেষে প্রত্যেক "সায়েল" (যাচ্ঞাকারী) কে দান করে থাকেন বলে ঈদ-বকরাঈদের সময় মৌসুমী ফকিরদের এত হিড়িক দেখতে পাওয়া যায়। বয়তুলমাল বণ্টনকারীরা যদি একটু দায়িত্বসচেতন হয়ে হকদার ও গয়র-হকদারের পার্থক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন, তবেই অন্ততঃ কমপক্ষে এক শ্রেণীর ফকিরের উৎপাত হতে সমাজ নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে।

ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন এর সমাধান করতেই হবে। এবং এর জন্য সরকার ও জনসাধারণ উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের জনসাধারণ যদি দান-খয়রাত সম্বন্ধীয় ইসলামী নীতির অনুসরণ করে বলেন তবে এ সমস্যার হাত হতে অনেকটা অব্যাহতি লাভ করা যেতে পারে। দান সম্বন্ধে আল-কুরআন স্পষ্টভাষায় বলেছে, "বল, যা কিছু খরচ কর তা তোমার মা-বাপ আর আত্মীয় স্বজনদের জন্য" কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আল-কুরআনের এ শিক্ষা বিদ্যমান থাকা সত্বেও আমাদের অনেকেই অন্ন-ক্লিষ্ট মা-বাপের হকের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে প্রশংসা লাভের আশায় অজ্ঞাত অপরিচিতদের হাতে মোটা অঙ্ক দান করে থাকেন।

বর্তমান বিপ্লবী সরকার সমাজের বহু সমস্যারই সমাধান করে চলেছেন। এরই সঙ্গে ভিক্ষুক সমস্যার একটা সমাধান করে দিতে পারলে সমাজ একটি কঠিন রোগের হাত হ'তে মুক্ত হতে পারত। এ-সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা নিম্নে কয়েকটি সুপারেশ পেশ করছি ঃ

ক) ভিক্ষুকদের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। বিনা লাইসেন্সে ভিক্ষাকরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। শুধু মাত্র অন্ধ-আতুর, অচল-অক্ষম ব্যক্তিদেরকে লাইসেন্স দান করতে হবে। ইউনিয়ন কাউন্সিল স্ব স্ব এলাকার জন্য এই লাইসেন্স দান করবেন।

খ) সবল ও কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে কর্ম-শিবির স্থাপন করতে হবে। এ সব শিবিরে Vocational education বা অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) প্রচার বিভাগের সুষ্ঠু প্রচারের মাধ্যমে এক দিকে ভিক্ষুকদের মনে ভিক্ষার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করতে হবে আর অন্য দিকে দাতাদেরকে দান সম্বন্ধীয় ইসলামী নীতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রসূলুল্লাহর (দঃ) শানে বেয়াদবী

সম্প্রতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী কর্তৃক রচিত "পঞ্চতন্ত্র" নামক পুস্তকখানি পড়ার সুযোগ আমাদের হয়েছে। বইখানির দশম পৃষ্ঠায় সৈয়দ সাহেব লিখেছেন, "মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরআনের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহাম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে "আল্লামা বিল কালাম" অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন "কলমের মাধ্যমে"।

সৈয়দ মুজতবা আলী একজন প্রবীণ ও উঁচুদরের মুসলমান সাহিত্যিক। তাঁর কলম দিয়ে আঁ হযরত (দঃ) এর শানে এমন একটি তাচ্ছিল্য জ্ঞাপক ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শ্রুতিকটু খেতাব বের হওয়াতে আমরা সত্যিই আশ্চর্য-বোধ করছি। বাংলা ভাষায় মুসলমানী নামের শেষে "সাহেব" "মিয়া" ইত্যাদি শব্দের সংযোজন সম্মান প্রদর্শনের জন্যই হয়ে থাকে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাত্রভেদে এ সব শব্দ যে অবজ্ঞাসূচক ও শ্রুতিকটু হয়ে থাকে—এ জ্ঞান সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর নেই এ কথা বিশ্বাস করতে অন্ততঃ আমাদের রুচিতে বাধে। মনে করুন, আমি যদি লিখি যে, সাহিত্যিক মুন্সী মুজতবা আলী মিয়া তার পুস্তকে আঁ হযরত (দঃ) কে "মুহাম্মদ সাহেব" বলে উল্লেখ করেছেন তা হলে আমার এ উক্তিতে যত খেতাবই থাকনা কেন একে অবজ্ঞাসূচক ও আদব-জ্ঞান বিবর্জিত বলে সকলেই নিন্দা করবে।

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব সারা জাহানের মুসলমানদের এ শ্রিতম নামটীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন। এ অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ এক বিবৃতি মারফত ভ্রম সংশোধন করা তাঁর একান্ত উচিত। এটা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

ভারতে কেয়ামত!

ভারত এবং বহির্বিশ্বের কতিপয় জ্যোতির্বিদের ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী হতে ৫ম ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রলয় দিবস সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল। এ খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বহু লোকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এক বিরাট বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। সেখানকার অনেক স্কুল-কলেজ, আফিস-আদালত বন্ধ হয়ে যায়; লোকজন ঘরবাড়ী ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র পরিজনসহ ময়দানে তাঁবু তৈরী করে বসবাস করতে আরম্ভ করে, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের ইজ্জত শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিদেশে অবস্থানকারীদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের হিড়িক পড়ে যায়; ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব ব্যবসা কেন্দ্র তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে দেয়, ফিল্ম প্রডিওসারেরা ফিল্ম তৈরীর কাজ মুলতবী করে দেয়, প্রেক্ষাগৃহগুলি জন-মানব শূন্য হয়ে উঠে; শত শত মণ ঘি আর এক প্রকার সুঘ্রাণ কাঠ ভস্মে পরিণত হয়, এক কথায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একেরকম দুর্বিসহ হয়ে উঠে। রাজনৈতিক নেতা ও বিত্তশীল ব্যক্তিদের শত চীৎকারেও পাঁচ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। বরং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চীৎকার যতই উর্ধগ্রামে উঠেছে ঘর ছেড়ে ময়দানে বাসা বাঁধার হিড়িক ততই বেশী হয়েছে। অবশেষে পাঁচ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর ভারতের হিন্দুরা জানতে পারে যে, জ্যোতির্বিদদের এ সব ভবিষ্যতবাণী অন্তঃসারশূন্য, ভুয়া ও প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলাম জোতির্বিদদের এ সব কপোল-কল্পিত ভুয়া ভবিষ্যৎবাণীর উপরে কোন গুরুত্বই আরোপ করেনি। বরং এ সবের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা গর্হিত কাজ বলে ঘোষণা করেছে। তার মতে যে ব্যক্তি গণকের গণনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তার চল্লিশ বছরের নামায কবুল হবে না।

আল্লাহ পাকের লক্ষ কোটী শুকর, ইসলামের এ আদর্শ শিক্ষার ফলে ভারতে যে সময় সন্ত্রাসের রাজ্য বিরাজ করছিল তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে তার কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা দেয় নি, এমন কি ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের মনে এতটুকু চাঞ্চল্যভাবও সৃষ্টি হয়নি। পারিপার্শিক অবস্থার চাপে ভারতীয় মুসলমানদের মনে দ্বিধা সংকোচ উদ্রেক হওয়া একটী অতি স্বাভাবিক কথা ছিল। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা এত মজবুত ও এত দৃঢ় যে, তাদের অন্তরে ক্ষণিকের জন্যও কোন সংশয় উপস্থিত হয়নি। ভারতের মুসলমানেরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, দওলতে ঈমানের বরকতে জাতি হিসাবে তারা সংস্কার-পরস্ত হিন্দুদের বহু উর্ধে।

উদের পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

"বসন্ত" রোগের ধুয়া তুলে কিছু দিন ধরে ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দারা তথায় অবস্থানকারী পাকিস্তানীদের প্রতি যে অভদ্র-জনোচিত আচরণ দেখিয়েছেন তার নিন্দা করার ভাষা আমরা খুঁজে পাইনা। একটী ইংরেজী দৈনিক কাগজে ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকারী চারজন পাকিস্তানীর একটী যুক্ত বিবৃতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানীদের প্রতি অভদ্র ব্যবহারের যে রোগে ইংল্যাণ্ড-বাসীদের পেয়ে বসেছে তা বসন্ত রোগের তুলনায় তুলনায় অনেক বেশী মারাত্মক। পত্রে প্রকাশ, পাকিস্তানীদের অবমাননার "নেক কাজে" তথাকার দৈনিক কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন এমন কি পার্লামেণ্টের মজলিশ পর্যন্ত পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করছে।

কিন্তু কথা হল বসন্তরোগ আতঙ্কগ্রস্থ ইংল্যাণ্ডে কি পাকিস্তানীরাই এ দুষ্ট রোগ আমদানী করছেন, না পূর্ব হতেই ও দেশে এ রোগের অস্তিত্ব ছিল। World Health Organisation-এর (W. H. O.) এক বিবৃতিতে প্রকাশ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পূর্ব হতেই এ রোগ বিদ্যমান ছিল। ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে অতি অল্প দিন পূর্বেই বসন্ত রোগের আক্রমণ হয়ে গেছে। ১৯৫৩ সালে ইংল্যাণ্ডে ৩০জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ১৯৫৯ সালে B.O.A.C. জাহাজ রেঙ্গুণ হতে করাচীতে একজন বসন্ত রোগীকে বহন করে নিয়ে আসে। খবরে এ কথাও বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানীরা নয় বরং হিন্দুস্তানীরা সর্বপ্রথম এ রোগ ইংল্যাণ্ডে আমদানী করে।

এ সব সত্য বিদ্যমান থাকা সত্বেও সামান্য ছুতানাতাকে ভিত্তি করে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা পাকিস্তান ও পাকিস্তানীদের প্রতি এমন অবজ্ঞা প্রদর্শনের সাহস পেল কি করে তাজ আই ভাববার বিষয়। যদি তারা এ কথা জানত যে, পাকিস্তানীদের প্রতি এ আচরণ কোন না কোন দিক দিয়ে ইংল্যাণ্ডের ক্ষতির কারণ হবে তা হলে তারা কোন দিনই এ অন্যায় আচরণ দেখাতে সাহসী হত না। আমরা পাকিস্তানী ফিরিঙ্গি তাহযীবের পূজারীদেরকে মুহূর্তের জন্য বিষয়টী চিন্তা করে দেখার অনুরোধ করছি।

খোশ আমদেদ, আলজিরিয়া !

আলজিরিয়ার মুজাহেদ সরকার ও ফরাসী কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিগত ১৮ই মার্চ যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দীর্ঘ সোয়া ৭ বৎসর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আলজিরিয়ার লক্ষ লক্ষ মুক্তি-মুজাহিদের অজস্র শোণিত পাতের পর অবশেষে বহু আকাঙ্খিত আজাদীর সোনালী ফসল ৯০ লক্ষ আলজিরিয়া বাসীর তোরণ দ্বারে সমুপস্থিত। পূর্ণ স্বাধীনতা এখনও আলজিরিয়া বাসীর করায়ত্ত হয় নাই কিন্তু উহা হাতের মুঠায় প্রায় এসে গিয়েছে; বিজয়ের পূর্ণ সূর্য এখনও উদিত হয় নাই—কিন্তু উহার দীপ্তি পূর্বাকাশকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী ফরাসী নরঘাতকদের গোপন সামরিক প্রস্তুতি ও হিংস্র তৎপরতা কিছু বিঘ্ন সৃষ্টির প্রয়াস এবং আরও কিছু খুন-খারাবী ঘটাতে পারে কিন্তু ফরাসী সরকার কর্তৃক আলজিরিয়াবাসীদের স্বাধীনতার জন্মগত অধিকারের স্বীকৃতি; সমগ্র বিশ্ব কর্তৃক উহার স্বতঃস্ফূর্ত সানন্দ সমর্থন এবং আলজিরীয়দের অতন্দ্র প্রহরায় ইনশা আল্লাহ তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবেই হবে।

সোয়া সাত বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আলজিরিয়ার মুক্তিপাগল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা স্বদেশের আজাদী লাভের জন্য ফরাসী সশস্ত্রবাহিনীর পাইকারী নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং গোপন সামরিক সংস্থার পৈশাচিক অত্যাচারে মুহূর্তের জন্যও হতোদ্যম না হয়ে যে ভাবে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে আধুনিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উহার কোন নজির নেই, এত অধিক প্রাণক্ষয় ও আত্মত্যাগের তুলনা বোধ হয় বিশ্ব-ইসিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজাদী লাভের অদম্য স্পৃহা ও অটুট সঙ্কল্প বাধার সমস্ত পাহাড় অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত আলজিরিয়া বাসীদিগকে বাঞ্ছিত মুক্তির তোরণ দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

আমরা আলজিরিয়ার ইতিহাসের এই গৌরবদীপ্ত স্মরণীয় মুহূর্তে—মুক্ত বিশ্ব এবং বিশেষ করে মুসলিম জাহানের সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বাধীন বিশ্বের দরবারে স্বাগতম জানাচ্ছি ঃ

"খোশ আমদেদ আলজিরিয়া !

আলজিরিয়া যিন্দাবাদ !!

www.ahlehadeethbd.org